বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

২০২৪

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

www.bscic.gov.bd

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়

সম্পাদনায়

ড. মোঃ ফরহাদ আহম্মেদ, উপমহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা বিভাগ), বিসিক

জনাব মোঃ গোলাম শাহনেওয়াজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, DTIEWTPCL, সাভার, ঢাকা

জনাব মিতালী তালুকদার, ব্যবস্থাপক, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা

জনাব মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, লেদার সেল, বিসিক, ঢাকা

জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা

জনাব ভাস্বর রায়, সহকারী প্রকৌশলী, লেদার সেল, বিসিক, ঢাকা

জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা

জনাব মোঃ মুজাদ্দিদ আলম, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা

প্রতিবেদন প্রণয়নে

গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

www.bscic.gov.bd

প্রকাশক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
৩৯৮ মেয়র আনিসুল হক সড়ক
তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮
ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২৫১২৮
ই-মেইল: info@bscic.gov.bd

প্রকাশকাল

জুন ২০২৪

স্বত্ব

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

উপদেষ্টা

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বিসিক, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

প্রকৌ. মোঃ শফিকুল আলম, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক, ঢাকা

সম্পাদনা

ড. মোঃ ফরহাদ আহম্মেদ, উপমহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা বিভাগ), বিসিক
জনাব মোঃ গোলাম শাহনেওয়াজ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, DTIEWTPCL, সাভার, ঢাকা
জনাব মিতালী তালুকদার, ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত), গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা
জনাব মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, লেদার সেল, বিসিক, ঢাকা
জনাব মোঃ লিয়াকত আলী, জরিপ ও তথ্য কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা
জনাব ভাস্বর রায়, সহকারী প্রকৌশলী, লেদার সেল, বিসিক, ঢাকা
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা
জনাব মোঃ মুজাদ্দিদ আলম, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, বিসিক, ঢাকা

প্রচ্ছদ, অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস

গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক, ঢাকা

মুদ্রক

. . . . , ঠিকানা:

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য প্রতিষ্ঠান। বিসিকের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো শিল্পায়নের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ আঞ্চলিক উন্নয়ন ঘটিয়ে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি ও দেশের শিল্পায়নে অবদান রাখা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই করতে হলে রপ্তানি খাতের বহুমুখীকরণ অপরিহার্য। রপ্তানি পরিসরকে বহুমুখী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার দীর্ঘদিন যাবত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য সরকার অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও (২০২০-২০২৫) রপ্তানি বহুমুখীকরণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই রপ্তানি বহুমুখীকরণের জন্য সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে চামড়া শিল্প অন্যতম। চামড়া শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে 'বর্ষসেরা পণ্য' হিসেবে ঘোষণা করে। 'বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ কোটি ৬৫ লক্ষ পিস কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়; যার মধ্যে ছাগলের চামড়া ১ কোটি, গরু ৫০ লক্ষ, ভেড়া ও মহিষ মিলে ১৫ লক্ষ পিস। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ২২ কোটি বর্গফুট কাঁচা চামড়া পাওয়া যায়। সংগৃহীত এসব কাঁচা চামড়া ট্যানারিতে প্রক্রিয়াকরণের পর ওয়েট ব্লু, ক্রাস্ট অথবা ফিনিশড লেদার হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি বিভিন্ন চামড়াজাত সামগ্রী যেমন- জুতা, স্যান্ডেল, জ্যাকেট, হাত মোজা, ব্যাগ, ওয়ালেট, বেল্ট ইত্যাদি রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের বড় বাজার হলো ইতালি, যুক্তরাজ্য , স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা। তবে সম্প্রতিক সময়ে চীন, জাপান, ভারত, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং তাইওয়ানে চামড়া বেশি রপ্তানি করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এই শিল্পের ওপর নির্ভর করে বর্তমানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বাংলাদেশে কাঁচা চামড়ার পর্যাপ্ত যোগান থাকা সত্ত্বেও যথাযথ পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং অধিকাংশ চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জন করতে না পারার কারণে সম্ভাবনাময় এই শিল্প থেকে আশানুরূপ রপ্তানি আয় অর্জিত হচ্ছেনা। সুতরাং দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড শক্তিশালী করতে হলে চামড়া শিল্পের উন্নতির দিকে গভীর মনোযোগ দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ কারণে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়সমূহ খুঁজে বের করতে "বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাবলি বিশ্লেষণে দেখা যায়, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ হচ্ছে:- চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ কমপ্লায়েন্স (বিশেষত LWG) না থাকা, নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি (গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি) সুবিধা না থাকা, কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য লবণের যথাযথ ব্যবহার না করা, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিৎ করতে না পারা, মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের যথাযথ প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব ইত্যাদি। এ সব সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের মোট ৪১০ জন কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিসিকের নয় (০৯) সদস্য বিশিষ্ট 'গবেষণা সম্পাদন মনিটরিং কমিটি'র পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব সুপারিশ চামড়া শিল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলার মাধ্যমে চামড়া খাতের উন্নতিতে কিছুটা হলেও সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন ফলে গবেষণা কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা ব্যতীত কাজটি সম্পন্ন করা দুরূহ হতো। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দেয়ায় বিসিকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত পরিচালক (অর্থ) মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আরও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এর সম্মানিত অধ্যাপক ড. সবুর আহমেদ; সহকারী অধ্যাপক জনাব মো. রাইয়ান সরকার এবং বিসিক চামড়া শিল্পনগরী সাভারের সিইটিপি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান DTIEWTPCL এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ গোলাম শাহনেওয়াজকে তাঁদের সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে গবেষণার প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সহযোগিতা করার জন্য।

তথ্য সংগ্রহকারীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর নির্বাহী প্রকৌশলী এবং বিসিকের জেলা ও শিল্পনগরী কার্যালয়ের কর্মকর্তাদের। একই সাথে ধন্যবাদ জানাই BFLLFEA এবং LFMEAB কর্তৃপক্ষকে তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য। কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার এবং বিসিক চামড়া শিল্পনগরী সাভারের ট্যানারি মালিক যারা এই কাজের সাথে জড়িত হয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রদান করে গবেষণা কাজে সহায়তা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে রপ্তানি বহুমুখীকরণের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে চামড়া শিল্প অন্যতম, যা দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানি খাত। চামড়া মূলত মাংস শিল্পের একটি উপজাত। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন বিশ্বের প্রধান চামড়া উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে সুপরিচিত। স্বাধীনতার পর পাট ছিল দেশের প্রধান অর্থকরী ফসল, এবং পর্যায়ক্রমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ খাত হয়ে ওঠে। চল্লিশের দশক থেকে বাংলাদেশে চামড়া খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের নারায়ণগঞ্জের কাছে সর্বপ্রথম একটি ট্যানারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ শিল্প গড়ে উঠলেও ১৯৬০ সালে নারায়ণগঞ্জে থাকা ট্যানারিগুলোকে ঢাকার হাজারীবাগে স্থানান্তর করা হয়। ট্যানারি শিল্পের বর্জ্যে বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের মাত্রা মারাত্মক আকার ধারণ করায় পরবর্তীতে ২০১৭ সালে এ শিল্পকে হাজারীবাগ থেকে সাভারের হেমায়েতপুরে ২০০ একর আয়তন বিশিষ্ট পরিবেশ বান্ধব বিসিক শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা হয়। তবে উক্ত শিল্পনগরীতে সিইটিপি'র পরিশোধনক্ষমতা এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি থাকা এবং ট্যানারিসমূহের যথাযথ প্রস্তুতির অভাবে ট্যানারি শিল্পকে কম্পায়েন্ট শিল্প হিসেবে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এর ফলে এ খাত হতে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। দেশে চামড়া শিল্পের কাঁচামালের পর্যাপ্ত যোগান থাকলেও চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের দখল মাত্র এক শতাংশ। কমপ্লায়েন্সসহ এ শিল্পের অন্যান্য প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা গেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে। আলোচ্য গবেষণাপত্রে চামড়া শিল্পে কমপ্লায়েন্স অর্জনের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে এগুলো উন্নয়নে সুপারিশমালা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে দেশের ৮ টি বিভাগ হতে ১ টি করে জেলা দৈবচয়নের মাধ্যমে বাছাই করে জেলাস্থ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী, কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী এবং বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভারে অবস্থিত ট্যানারিসমূহ হতে মোট ৪১০জন উত্তরদাতার নিকট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রম কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কাঁচা চামড়া ব্যবসার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ঢাকায় অবস্থিত হলেও যশোর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং নাটোরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং এর ট্যানারিসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার কারখানাসমূহ ঢাকায় সর্বাধিক হলেও কিশোরগঞ্জ (ভৈরব), রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম জেলাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কারখানা রয়েছে।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অধিকাংশ উদ্যোক্তাই পুরুষ, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এটি শতভাগ। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার কারখানায় পুরুষ উদ্যোক্তার পাশাপাশি অল্প সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা (যথাক্রমে ৩.৩০% ও ৩.৯০%) রয়েছে। কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরক্ষর ও প্রাথমিক শিক্ষিতদের (মোট ৬০%) সংখ্যা অধিক। অপরদিকে, লেদার ম্যানুফ্যাকচারার এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার প্রস্তুতকারকদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি। কাঁচা চামড়া এবং লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এমন উদ্যোক্তার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই দুটি খাতে, বেশিরভাগ উদ্যোক্তারই ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা ২০ বছরের কম।

কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের বিনিয়োগের প্রধান উৎস হলো ব্যবসায়ীদের নিজস্ব অর্থ (যথাক্রমে ৬৫.৯০% ও ৬৩.৬০%)। অপরদিকে, লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক ঋণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। কাঁচা চামড়া খাতে ব্যবসায়ীরা মূলত মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। এই খাতে ব্যাংক এবং এনজিও এর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে, শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারারগণ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারগণ ব্যাংক এবং এনজিও উভয় উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকেন।

চামড়া শিল্পের তিনটি উপখাতে কর্মরতদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের প্রাধান্য বেশি, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া ব্যবসা এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দক্ষদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধা দক্ষ কর্মীও রয়েছে। কাঁচা চামড়া খাতে শ্রমশক্তির বড় অংশ (৮৩.০৩%) মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অধিকাংশ শ্রমিক স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ (২৯.৫৯%) অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রায় সকল শ্রমিকই স্থায়ী।

কাঁচা চামড়া সংগ্রহে ব্যবসায়ীরা প্রধান উৎস হিসেবে স্থানীয় বাজার (৬০%) ও ফড়িয়াদের (৬৪.০৯%) উপর নির্ভর করে। এছাড়া কসাইখানা, এতিমখানা ও মাদ্রাসা থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ করা হয়। ঈদ-উল-আজহার সময় কাঁচা চামড়ার মূল্য হ্রাসের মূল কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে অতিরিক্ত সরবরাহ। পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও সংরক্ষণ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায়ীরা দ্রুত চামড়া বিক্রি করতে বাধ্য হন, এতে দামের ওপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও রপ্তানি সংকট এবং ছোট ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থের সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। পশু জবাইয়ের ৬ ঘণ্টার বেশি সময় পর চামড়া সংগ্রহ এবং লবণ প্রয়োগ করা হয়, যা চামড়ার গুণগত মান নষ্ট করে। ঈদের সময় লবণের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সরবরাহে ঘাটতিও একটি বড় সমস্যা। চামড়া সংরক্ষণে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের অভাবও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী (৮৮.৬০%) ট্যানারিসমূহের নিকট সরাসরি কাঁচা চামড়া বিক্রি করেন। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বেশিরভাগ ব্যবসায়ী (৮৪.১%) কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। অধিকাংশ (৯৬.৪%) প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। শ্রমিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে ভুল পদ্ধতিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থার কারণেও অনেক সময় চামড়া দ্রুত সংগ্রহ কেন্দ্রে পৌঁছানো যায় না, যা এর গুণগত মান নষ্ট করে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ ট্যানারি (৭৮.৬৯%) কাঁচা চামড়া থেকে ওয়েট ব্লু পর্যন্ত প্রসেস করে থাকে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী চামড়া রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং হংকং ইত্যাদি দেশে চামড়া রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে বিভিন্ন ধরণের চামড়ার মধ্যে ক্রাস্ট চামড়া রপ্তানির পরিমাণ (৩৭.২১%) সবচেয়ে বেশি এবং এর পাশাপাশি ফিনিশড চামড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি হয়ে থাকে।

লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের ব্যবহৃত কাঁচা চামড়ার প্রায় ৯৬.৭২% স্থানীয় বাজার থেকে সরাসরি ক্রয় করা হয়। এছাড়া কিছু কাঁচামাল আমদানিকারক হতে ক্রয় করা হয়। প্রায় এক তৃতীয়াংশ লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে। যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের মধ্যে ৯২.৮৬% প্রতিষ্ঠান বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন। এক-তৃতীয়াংশ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স চামড়া সংরক্ষণে লবণ প্রয়োগে বিলম্ব, পরিবহন সমস্যা, কোল্ড স্টোরেজ না থাকা, পানি ও বিদ্যুতের সংকট, ট্যানারিতে জায়গা স্বল্পতা ইত্যাদি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। ভাল প্রক্রিয়াকরণ, লম্বা সময় ধরে কাঁচামাল সংরক্ষণ এবং ঈদ-উল-আজহার পিক সিজন দীর্ঘায়িত করার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৭৮.৬৯% লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা প্রয়োজন মনে করেন।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১টি লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৫ টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে EDF ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করছেন না। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- এই EDF ক্রেডিট সুবিধা সম্বন্ধে না জানা, সঠিক নির্দেশনার অভাব এবং পর্যাপ্ত রপ্তানি না থাকা ইত্যাদি। লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সঠিক নির্দেশনার অভাব, ব্যবসায়িক মন্দা, ব্যাংক থেকে সুবিধা না দেওয়া ইত্যাদি কারণে কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পাননি। এছাড়া বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সঠিক নির্দেশনার অভাব, ব্যবসায়িক মন্দা, ব্যাংক থেকে ঋণ সুবিধা না দেওয়া, ঋণের আবেদন না করা, প্রয়োজনবোধ না করা ইত্যাদি কারণে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পাননি।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৭৩.৭৭% লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং প্রতিষ্ঠান রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমাকে পর্যাপ্ত মনে করেন না। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১টি লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা আনয়নে স্থানীয় পণ্য প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশে আরও চামড়ার এক্সপো/মেলা এবং বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্ট করার জন্য লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন বলে মনে করেন। বিদেশী ক্রেতা আকর্ষণ, ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসার ব্র্যান্ড ভ্যালু বৃদ্ধি, শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি কারণে ৯৮.৩৬% লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের ১৪.৭৫% উদ্যোক্তা সিন্ডিকেট, লবণের দাম বৃদ্ধি ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধিকে চামড়া সংগ্রহে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তবে কেউ কেউ ডলার সংকট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংকটকে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১ জন লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান হতে জানা যায় যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কেউই পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকা, বর্জ্য ধারণের জন্য জায়গার স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য হতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করে না। তবে মাত্র ২ (দুই) জন উদ্যোক্তা ভবিষ্যতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরির পরিকল্পনা আছে মর্মে জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের চামড়ার প্রধান রপ্তানি গন্তব্য হলো এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, যার মধ্যে চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়া এবং হংকং উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের মধ্যে ইতালিতে সবচেয়ে বেশি চামড়া রপ্তানি হয়। উৎপাদিত চামড়াজাত পণ্যের একটি বড় অংশ দেশীয় বাজারে বিক্রি হয়। তবে কিছু প্রতিষ্ঠান জাপান, ইতালি, চীন, ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের মতো দেশে তাদের পণ্য রপ্তানি করে। বিশ্ববিখ্যাত কিছু ব্র্যান্ড যেমন Zara, Adidas, H&M এবং দেশীয় ব্র্যান্ড Bata ও Apex এখান থেকে জুতা ও চামড়াজাত পণ্য সংগ্রহ করে থাকে।

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১২৯টি লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪টি প্রতিষ্ঠান বাদে বাকি সকলেই উন্নত অবকাঠামো, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরাপদ উৎপাদন পরিবেশ, শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি কারণে লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য একটি বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন মর্মে মনে করেন। ৯১.৫% কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা নেই। তবে ৭৫.২০% লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স ও শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৯৩.৬৪% কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত নয়। তবে ৭২.৮৭% লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স ও শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান নিয়োগপত্র প্রদান করে থাকে। ৭৫.১৯% লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে, শতভাগ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান করেনা। কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন নারী শ্রমিক নেই এবং লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি, ব্রেস্ট ফিডিং জোন, পৃথক শৌচাগার সুবিধা ইত্যাদি ব্যবস্থা তেমন নেই। তবে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিকদের উপর্যুক্ত কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিনিয়োগ/অর্থায়ন, আইন/বিধি প্রতিপালন ও উৎপাদনশীলতা। এর পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থা, ব্র্যান্ডিং/মার্কেটিং ও কমপ্লায়েন্সকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উদ্যোক্তা চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন মনে করেন। চামড়া শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে এবং চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যবসায়ীগণ নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন:

- **অর্থায়ন**: সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- **প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা**: কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, কসাই এবং শ্রমিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং কমপ্লায়েন্স বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

- **অবকাঠামো**: কেন্দ্রীয় কোল্ড স্টোরেজ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, এবং একটি সুসংগঠিত শিল্পপার্ক স্থাপন করা।
- **বাজার নিয়ন্ত্রণ**: সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া, লবণের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা এবং ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার জন্য সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।
- **নীতি প্রণয়ন**: ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রক্রিয়া সহজ করা এবং চামড়া উন্নয়ন নীতিমালার বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবগত করা।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ i
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ii
গবেষণার সারসংক্ষেপ iii
Acronym xiii
১.০. ভূমিকা ১
২.১. সাহিত্য পর্যালোচনা ৪
২.২. গবেষণা পদ্ধতি ৫
২.২.১. গবেষণার উদ্দেশ্য ৫
২.২.২. গবেষণা পদ্ধতি ৬
২.২.৩. গবেষণার এলাকা ৬
২.২.৪. তথ্যের উৎস ৬
২.২.৫. তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ও কৌশল ৬
২.২.৬. তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ও বিশ্লেষণ ৬
৩.০. চামড়া ব্যবসায়ীদের সাধারণ তথ্য ৭
৩.১. চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান ৭
৩.২. চামড়া ব্যবসায়ীদের লিঙ্গ ৮
৩.৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮
৩.৪. চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ৯
৩.৫. ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস ১০
৩.৬. ব্যবসায়ীদের ঋণের উৎস ১০
৩.৭. চামড়া শিল্পে কর্মরত জনবল ১১
৩.৮. চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ধরন ১২
৩.৯. কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন ১২
৩.১০. চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ ১৩
৪.০. চামড়া ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১৪
৪.১. কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ১৪
৪.১.১ কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উৎস ১৪
৪.১.২ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত কাঁচা চামড়ার ধরন ১৪
৪.১.৩ ঈদ-উল-আজহার সময় কাঁচা চামড়ার মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণসমূহ ১৪
৪.১.৪ পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয় ১৫
৪.১.৫ পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করা হয় ১৬
৪.১.৬ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ ১৭
৪.১.৭ কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান ১৭
৪.১.৮ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ ১৮
৪.১.৯ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য ১৮
৪.১.১০ সংগৃহীত প্রতি বর্গফুট চামড়ায় প্রয়োগকৃত লবণের পরিমাণ ১৯
৪.১.১১ লবণযুক্ত চামড়ার অবিক্রিত/বর্জ্য অংশ ১৯
৪.১.১২ মাসিক গড়ে কত টাকার কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা করা হয় (ঈদ-উল-আজহার পরবতী ৩ মাস) ১৯
৪.১.১৩ ঈদ-উল-আজহা ছাড়া অন্য সময় মাসিক গড় কত কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা ২০
৪.১.১৪ ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ ২১
৪.১.১৫ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে ব্যবসায়ীগণ নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর তথ্য তুলে ধরেন ২১
৪.২. লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ২১
৪.২.১ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন ২১

৪.২.২ কারখানায় যে পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয় ২১
৪.২.৩ উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয় কি না ২২
৪.২.৪ কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয়? ২২
৪.২.৫ কোন ধরনের চামড়া রপ্তানি করা হয় ২৩
৪.২.৬ কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস ২৩
৪.২.৭ বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না ২৪
৪.২.৮ যাদের নেই তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৪
৪.২.৯ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক ২৪
৪.২.১০ চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না ২৫
৪.২.১১ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৫
৪.২.১২ বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে কি না ২৬
৪.২.১৩ কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না ২৬
৪.২.১৪ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না ২৬
৪.২.১৫ কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না ২৭
৪.২.১৬ রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত কি না ২৭
৪.২.১৭ প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না ২৮
৪.২.১৮ উদ্যোক্তাদের দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৮
৪.২.১৯ চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না: ২৮
৪.২.২০ প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না ২৯
৪.২.২১ চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না? ২৯
৪.২.২২ কারখানায় উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য হতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করা হয় কি না ২৯
৪.৩. লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ৩০
৪.৩.১ প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য ৩০
৪.৩.২ পণ্যের বাজার ৩০
৪.৩.৩ পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য ৩১
৪.৩.৪ বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না ৩২
৪.৩.৫ যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না ৩২
৪.৩.৬ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না ৩৩
৪.৩.৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছে কি না ৩৩
৪.৩.৮ কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না ৩৩
৪.৩.৯ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না ৩৪
৪.৩.১০ কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না: ৩৪
৪.৩.১১ নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ৩৪
৪.৩.১২ বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ ৩৫
৪.৩.১৩ লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন কি না ৩৫
৪.৩.১৪ কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে বাধা রয়েছে কি না ৩৫
৪.৩.১৫ পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না ৩৬
৪.৩.১৬ প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে প্রতিকূলতা রয়েছে কি না ৩৬
৫.০. চামড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ৩৭
৫.১. প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় কি না ৩৭
৫.২. প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ৩৭
৫.৩. উদ্যোক্তা শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত কি না ৩৮
৫.৪. শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান ৩৯
৫.৫. শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না ৪০
৫.৬. নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুবিধা ৪০
৬.০. চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য চামড়া ব্যবসায়ীদের মতামত ৪২

৬.১. চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে মতামত ৪২
৬.২. চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৪২
৬.৩. কাঁচা চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খলে নিম্ন ধাপসমূহে উন্নতির জায়গা আছে বলে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীগণ মনে করেন....... ৪৩
৬.৪. চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন কি না.. ৪৩
৬.৫. চামড়া শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে মতামত.. ৪৩
৬.৬. চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে মতামত ৪৪
৬.৭. কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ কি না...৪৪
৬.৮. কাঁচা চামড়ার সঠিক দাম পেতে সরকারের করণীয় ৪৪
৬.৯. ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না ৪৫
৬.১০. চামড়া শিল্প উন্নয়ন নীতি-২০১৯ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে কি না ৪৫
৬.১১. চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না..৪৫
৭.০. উপসংহার ও সুপারিশমালা...৪৬
৭.১. সুপারিশমালা ৪৬
৭.২. উপসংহার..৪৭

সারণি তালিকা

সারণী- ০১: চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান... ৭
সারণী-০২: চামড়া ব্যবসায়ীদের লিঙ্গ ৮
সারণী- ০৩: শিক্ষাগত যোগ্যতা.. ৮
সারণী- ০৪: চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ৯
সারণী-০৫: ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস..১০
সারণী-০৬: ব্যবসায়ীদের ঋণের উৎস...১০
সারণী-০৭: চামড়া শিল্পে কর্মরত জনবল ১১
সারণী-০৮: চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ধরন..১২
সারণী-০৯: কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন ১২
সারণী-১০: চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ.. ১৩
সারণী-১১: কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উৎস (একাধিক উত্তর)...১৪
সারণী-১২: কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত কাঁচা চামড়ার ধরন..১৫
সারণী-১৩: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয় ১৫
সারণী-১৪: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করা হয়...১৬
সারণী-১৫: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ ১৭
সারণী-১৬: কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান..১৮
সারণী-১৭: কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ..১৮
সারণী-১৮ শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য..১৮
সারণী-১৯: প্রতি বর্গফুট চামড়ায় প্রয়োগকৃত লবণের পরিমাণ ১৯
সারণী-২০ লবণযুক্ত চামড়ার অবিক্রিত/বর্জ্য অংশ...১৯
সারণী-২১ কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা (ঈদ-উল-আজহার পরবর্তী ৩ মাস) ১৯
সারণী-২২ ঈদ-উল-আজহা ব্যতিত অন্য সময় মাসিক গড় কেনা-বেচা ২০
সারণী-২৩ ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ ২১
সারণী-২৪: কাঁচামালের ধরন (একাধিক উত্তর)...২১
সারণী-২৫ কারখানায় যে পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয় (একাধিক উত্তর)... ২২
সারণী-২৬: উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি.. ২২
সারণী-২৭: কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয় (একাধিক উত্তর)... ২২
সারণী-২৮: যে ধরনের চামড়া রপ্তানি করা হয়.. ২৩

সারণী-২৯: কাঁচামালের উৎস ২৪
সারণী-৩০: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না ২৪
সারণী-৩১: যাদের নেই তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না..২৪
সারণী-৩২: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক ২৫
সারণী-৩৩: চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না.. ২৫
সারণী-৩৪: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৫
সারণী-৩৫: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে কি না: ২৬
সারণী-৩৬: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না ২৬
সারণী-৩৭: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না ২৭
সারণী-৩৮: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না ২৭
সারণী-৩৯: রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত কি না.. ২৭
সারণী-৪০: প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না... ২৮
সারণী-৪১: উদ্যোক্তাদের দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৮
সারণী-৪২: চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না.. ২৮
সারণী-৪৩: প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না.. ২৯
সারণী-৪৪: চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না... ২৯
সারণী-৪৫: প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য... ৩০
সারণী-৪৬: পণ্যের বাজার ৩০
সারণী-৪৭: পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য.. ৩১
সারণী-৪৮: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না ৩২
সারণী- ৪৯: যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না... ৩২
সারণী-৫০: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না ৩৩
সারণী-৫১: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছে কি না...৩৩
সারণী-৫২: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না ৩৩
সারণী-৫৩: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না ৩৪
সারণী-৫৪: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না... ৩৪
সারণী-৫৫: নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ৩৪
সারণী-৫৬: বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ ৩৫
সারণী-৫৭: লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন কি না ৩৫
সারণী-৫৮: কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে বাধা রয়েছে কি না.. ৩৫
সারণী-৫৯: পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না...৩৬
সারণী-৬০: প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে প্রতিকূলতা ৩৬
সারণী-৬১: প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় কি না ৩৭
সারণী-৬২: প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ৩৮
সারণী-৬৩: উদ্যোক্তা শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত কি না..৩৮
সারণী-৬৪: শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান...৩৯
সারণী-৬৫: শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না...৪০
সারণী-৬৬: নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুবিধা ৪০
সারণী-৬৭: চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৪২
সারণী-৬৮: চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন কি না ৪৩
সারণী-৬৯: কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ কি না...৪৪
সারণী-৭০: ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না..................৪৫
সারণী-৭১: চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না ৪৫

চার্ট তালিকা

চার্ট-০১: চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান........ ৭
চার্ট-০২: চামড়া ব্যবসায়ীদের লিঙ্গ ৮
চার্ট-০৩: শিক্ষাগত যোগ্যতা........ ৯
চার্ট-০৪: চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ৯
চার্ট-০৫: ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস ১০
চার্ট-০৬: ব্যবসায়ীদের ঋণের উৎস........১১
চার্ট-০৭: চামড়া শিল্পে কর্মরত জনবল ১১
চার্ট-০৮: চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ধরন........১২
চার্ট-০৯: কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন ১৩
চার্ট-১০: চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ........ ১৩
চার্ট-১১: কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উৎস ১৪
চার্ট-১২: কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত কাঁচা চামড়ার ধরন........১৫
চার্ট-১৩: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয় ১৬
চার্ট-১৪: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করা হয়........১৬
চার্ট-১৫: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ ১৭
চার্ট-১৬: কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান ১৮
চার্ট-১৭: কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ........১৮
চার্ট-১৮: শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য........১৮
চার্ট-১৯: প্রতি বর্গফুট চামড়ায় প্রয়োগকৃত লবণের পরিমাণ ১৯
চার্ট-২০ লবণযুক্ত চামড়ার অবিক্রিত/বর্জ্য অংশ........১৯
চার্ট-২১ কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা (ঈদ-উল-আজহার পরবর্তী ৩ মাস)........২০
চার্ট-২২ ঈদ-উল-আজহা ব্যতিত অন্য সময় মাসিক গড় কেনা-বেচা ২০
চার্ট-২৩ ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ........২১
চার্ট-২৪: কাঁচামালের ধরন........২১
চার্ট-২৫: কারখানায় যে পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয় ২২
চার্ট-২৬: উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি........ ২২
চার্ট-২৭: কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয়........ ২৩
চার্ট-২৮: যে ধরনের চামড়া রপ্তানি করা হয়........ ২৩
চার্ট-২৯: কাঁচামালের উৎস ২৪
চার্ট-৩০: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না........২৪
চার্ট-৩১: যাদের নেই তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৪
চার্ট-৩২: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক........ ২৫
চার্ট-৩৩: চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না........ ২৫
চার্ট-৩৪: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৫
চার্ট-৩৫: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে কি না: ২৬
চার্ট-৩৬: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না ২৬
চার্ট-৩৭: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না ২৭
চার্ট-৩৮: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না ২৭
চার্ট-৩৯: রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত কি না........ ২৭
চার্ট-৪০: প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না ২৮
চার্ট-৪১: উদ্যোক্তাদের দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না ২৮
চার্ট-৪২: চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না........ ২৮
চার্ট-৪৩: প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না ২৯

চার্ট-৪৪: চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না ২৯
চার্ট-৪৫: প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য ৩০
চার্ট-৪৬: পণ্যের বাজার ৩০
চার্ট-৪৭: পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য ৩১
চার্ট-৪৮: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না ৩২
চার্ট- ৪৯: যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না ৩২
চার্ট-৫০: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না ৩৩
চার্ট-৫১: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছে কি না ৩৩
চার্ট-৫২: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না ৩৩
চার্ট-৫৩: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না ৩৪
চার্ট-৫৪: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না ৩৪
চার্ট-৫৫: নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট ৩৪
চার্ট-৫৬: বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ ৩৫
চার্ট-৫৭: লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন কি না ৩৫
চার্ট-৫৮: কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে বাধা রয়েছে কি না ৩৫
চার্ট-৫৯: পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না ৩৬
চার্ট-৬০: প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে প্রতিকূলতা ৩৬
চার্ট-৬১: প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় কি না ৩৭
চার্ট-৬২: প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা ৩৮
চার্ট-৬৩: উদ্যোক্তা শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত কি না ৩৯
চার্ট-৬৪: শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান ৩৯
চার্ট-৬৫: শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না ৪০
চার্ট-৬৬: নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুবিধা ৪১
চার্ট-৬৭: চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৪২
চার্ট-৬৮: চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন কি না ৪৩
চার্ট-৬৯: কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ কি না ৪৪
চার্ট-৭০: ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না ৪৫
চার্ট-৭১: চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না ৪৫

Acronym

CETP- Central Effluent Treatment Plant

BFLLFEA- Bangladesh Finished Leather, Leathergoods and Footwear Exporters' Association

BTA- Bangladesh Tanners Association

LWG- Leather Working Group

LDC- Least Developed Countries

NPO- National Productivity Organization

HRW- Human Rights Watch

ADB- Asian Development Bank

EPB- Export Promotion Bureau

EC4J- Export Competitiveness for Jobs

BSCI- Business Social Compliance Initiative

SEDEX- Supplier Ethical Data Exchange

SA8000- Social Accountability

Cr- Chromium

RSL- Restricted substances list

ISO- International Organization for Standardization

DTIEWTPCL- Dhaka Tannery Industrial Estate Waste Treatment Plant Company Ltd

WTP-Water Treatment Plant

MSDS- Material Safety Data Sheet

PPE- Personal Protective Equipment

প্রথম অধ্যায়

১.০. ভূমিকা

রপ্তানি বহুমুখীকরণ একটি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি টেকসই করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার বহুদিন ধরে রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে (২০২০-২০২৫) রপ্তানি বহুমুখীকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রপ্তানি বহুমুখীকরণের সম্ভাবনাময় খাতগুলোর মধ্যে চামড়া শিল্প অন্যতম। চামড়া শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত এবং তৈরি পোশাক শিল্পের পরই এর অবস্থান।

মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ পোশাক, আশ্রয়স্থল এবং জুতা তৈরিতে পশুর চামড়া ব্যবহার করে আসছে। কাঁচা চামড়াকে টেকসই ও ব্যবহারযোগ্য করতে কিছু প্রক্রিয়াজাতকরণের প্রয়োজন হয়, যা চামড়াকে দীর্ঘস্থায়ী ও বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে। বহু শতাব্দী ধরে মানুষ ক্রমাগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মৃত প্রাণীর চামড়া সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায় আবিষ্কার করেছে। প্রথম দিকে কাঁচা চামড়া থেকে মাংস অপসারণ করে রোদে শুকিয়ে দীর্ঘদিন এটি ব্যবহার করা হতো। পরবর্তীতে লবণ ব্যবহারের মাধ্যমে কাঁচা চামড়ার আর্দ্রতা দূর করে পচন রোধ করার কৌশলও উদ্ভাবিত হয়। চামড়ার প্রক্রিয়াকরণের কৌশলগুলো খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দে অ্যাসিরিয়ান গ্রন্থে এবং হোমারের ইলিয়াডে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাচীন মিশরীয়রা চামড়া প্রক্রিয়াকরণে এতটাই দক্ষ ছিল যে তারা চামড়ার গ্লাভস তৈরি করিতে সক্ষম ছিল। এছাড়াও প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য জুড়ে চামড়ার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চামড়া প্রক্রিয়াকরণের প্রাথমিক ধাপগুলো আবিষ্কৃত হয়, যা পরে পোশাকসহ বিলাসবহুল সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হতে থাকে।

চামড়া মূলত মাংস শিল্পের একটি উপজাত, যার সরবরাহ এবং ব্যবহারের ব্যাপকতা মূলত মাংস উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন সে কারণেই বিশ্বের প্রধান চামড়া উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে সুপরিচিত। ইতালির চামড়া শিল্পের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে এবং আজও এটি চামড়াজাত পণ্যের অন্যতম উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে চীন বিশ্বের বৃহত্তম চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানিকারী দেশ। ভারতীয় উপমহাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের আগমনের মাধ্যমে চামড়া শিল্পের সূচনা হয়, যেখানে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্য বুট তৈরি করতে গিয়ে ভারতে এই শিল্পের বিকাশ ঘটে। স্বাধীনতার পর, পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) পাট ছিল প্রধান অর্থকরী ফসল, এবং পর্যায়ক্রমে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ খাত হয়ে ওঠে। মুসলিম প্রধান এ অঞ্চলে কোরবানির সময় প্রচুর পশু কোরবানি হওয়ায় চামড়ার উৎপাদন ক্রমাগত বাড়তে থাকে। গত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে বাংলাদেশে চামড়া খাত একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৪০ সালে ব্যবসায়ী রণদাপ্রসাদ সাহা (আরপি সাহা) নারায়ণগঞ্জের কাছে সর্বপ্রথম একটি ট্যানারি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন সরকার এদেশে চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং দুটি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে; যার একটি ঢাকার হাজারীবাগে এবং অপরটি চট্টগ্রামের কালুরঘাটে। ১৯৪৯ সালে সরকারী পর্যায়ে এদেশে চামড়া শিল্পের ওপর একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। পরবর্তীকালে এ শিল্পের বিকাশে ১৯৫০ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজির গোড়াপত্তন ঘটে। চামড়া শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে ১৯৬০ সালে সরকার কর্তৃক নারায়ণগঞ্জে থাকা ট্যানারিগুলোকে ঢাকার হাজারীবাগে স্থানান্তর করা হয়। ফলে সেখানে ছোট-বড় অনেক ট্যানারি গড়ে ওঠে। ট্যানারির বর্জ্যে অন্তত ৪০ রকমের বিষাক্ত রাসায়নিক থাকে; যার মধ্যে ক্রোমিয়াম, সোডিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফেট, ক্যাডমিয়াম, কপার, লেড, সেলেনিয়াম, নিকেল অন্যতম। ট্যানারি হতে নির্গত এসব বর্জ্য কোনোরকম পরিশোধন ছাড়াই সরাসরি বুড়িগঙ্গা নদীতে নির্গত হতে থাকে। ফলে কালক্রমে এসব ট্যানারি দূষণের সবচেয়ে ভয়াবহ শিকার হয়ে পড়ে ঢাকার প্রাণশক্তি বুড়িগঙ্গা। বুড়িগঙ্গার পানি দূষণের মাত্রা এত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে এই নদীর পানি পরিশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসব কারণে সরকার হাজারীবাগ থেকে সকল ট্যানারি যথাযথভাবে বর্জ্য পরিশোধন করে নির্গমন নিশ্চিত করতে সাভারের হেমায়েতপুরে পরিবেশবান্ধব শিল্পাঞ্চলে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়।

বর্তমানে চামড়া শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানি পণ্য এবং এ খাত থেকে বছরে ১ বিলিয়ন ডলারের অধিক আয় হয়ে থাকে। শিল্প আয়ে এ খাতের অবদান ২% ও রপ্তানিতে ৩.৮% এবং দেশের জিডিপিতে অবদান ০.৬০%। চামড়া শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ সালে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যকে 'বর্ষসেরা পণ্য' হিসেবে ঘোষণা করে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণ ও বিদেশে রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণে চামড়া ও চামড়াজাত সামগ্রী উৎপাদন করে আসছে। গুণগত মান বিবেচনায় ফরাসিদের 'ফ্রেঞ্চ কাফের' পরই বাংলাদেশের চামড়ার অবস্থান রয়েছে। পশু পালনের জন্য বাংলাদেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘাস ও গাছপালার সমারোহ থাকলেও বর্তমানে ক্রমেই পশু চারণভূমি হ্রাস পাচ্ছে। তবে এদেশের গৃহপালিত পশুগুলোকে অত্যন্ত যত্ন সহকারে প্রতিপালন করা হয় যা পশুর চামড়ার গুণগত মান রক্ষায় ভূমিকা পালন করে থাকে। গুণগত মানের পাশাপাশি চামড়া উৎপাদনকারী দেশ হিসেবেও বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অবস্থানে রয়েছে। ট্যানারি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ কোটি ৬৫ লক্ষ পিস কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়; যার মধ্যে ছাগলের চামড়া ১ কোটি, গরু ৫০ লক্ষ, ভেড়া ও মহিষ মিলে ১৫ লক্ষ পিস। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রায় ২২ কোটি বর্গফুট চামড়া পাওয়া যায়। আর এই চামড়ার প্রায় অর্ধেকই আসে প্রতিবছর মুসলমানদের পবিত্র ইদ উল আযহা উৎসবে কোরবানিকৃত পশুর চামড়া থেকে। একই সাথে দৈনন্দিন মাংস সরবরাহের জন্য জবাইকৃত পশুর চামড়া এবং বিবাহ ও অন্যান্য উৎসব উদযাপন থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চামড়া সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত কাঁচা চামড়া ট্যানারিতে প্রক্রিয়াকরণের পর ক্রাস্ট অথবা ফিনিশড লেদার হিসেবে বিদেশে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। এছাড়া চামড়াজাত সামগ্রী হিসেবে জুতা, স্যান্ডেল, জ্যাকেট, হাত মোজা, ব্যাগ, ওয়ালেট, বেল্ট ইত্যাদি রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে।

বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের বড় বাজার হলো ইতালি, যুক্তরাজ্য, স্পেন, ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা। তবে সম্প্রতি চীন, জাপান, ভারত, নেপাল, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং এবং তাইওয়ানে চামড়া রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশে এই শিল্পের ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৯ লক্ষ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করছে। সুতরাং দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড শক্তিশালী করতে হলে চামড়া শিল্পের উন্নতির দিকে গভীর মনোযোগ দেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। চামড়া শিল্পের উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ২০০৩ সালে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণসহ পরিবেশবান্ধব চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) মাধ্যমে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। সাভারে অবস্থিত এ শিল্পনগরীর জন্য ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। সিইটিপিসহ বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণ ও রাস্তাঘাট তৈরি করে এ শিল্পনগরীতে হাজারীবাগসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ট্যানারিগুলো একত্রিত করে একটি পরিবেশসম্মত আধুনিক চামড়া শিল্পনগরী গড়ে তোলাই ছিল এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। কিন্তু সরকারের প্রস্তুতি আর ট্যানারি মালিকদের সদিচ্ছার অভাবে যথাসময়ে সাভারে ট্যানারি শিল্পগুলো স্থানান্তর করা সম্ভব হয়নি। তবে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১৭ সালের এপ্রিলে হাজারীবাগ থেকে সকল ট্যানারি সাভারস্থ বিসিক চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর করা হয়। এই শিল্পনগরীতে ২০৫ টি শিল্প প্লট ১৬২ টি ট্যানারিকে বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং বর্তমানে ১৪২ টি ট্যানারি উৎপাদনরত রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ট্যানারির মালিকদের নিজস্ব উদ্যোগে সিইটিপি নির্মাণের কথা থাকলেও পরবর্তীতে সরকারের অর্থায়নে সিইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণসহ আরও কিছু কারিগরি কার্যসম্পাদনের জন্য আহ্বানকৃত দরপত্র ও মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ মোতাবেক একটি চীনা কোম্পানি কাজ পায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, বিভিন্ন মেয়াদে বার বার সময় বৃদ্ধি করা হলেও নির্মিত সিইটিপি কমপ্লায়েন্সের মানদন্ড যথাযথভাবে পূরণ করতে পারেনি। চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপিতে ২৫ হাজার ঘনমিটার তরল বর্জ্য পরিশোধন করা যায়। অথচ পিক সিজন, অর্থাৎ কোরবানি ঈদের পর ট্যানারিগুলোতে ৩০-৪০ হাজার ঘনমিটার তরল বর্জ্য উৎপাদন হয়। ফলে তরল বর্জ্য পূর্ণাঙ্গভাবে পরিশোধন বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বিষাক্ত ক্রোমিয়ামসহ বিভিন্ন তরল দূষিত পদার্থ ধলেশ্বরী নদীতে নির্গত হচ্ছে। এই দূষণের কারণে চামড়া রপ্তানির জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) সনদ পাচ্ছে না বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো। পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, সাভারে চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি কিছু সূচকে এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর ও লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপের (এলডব্লিউজি) দেওয়া লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এ শিল্পনগরীতে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা আরেকটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা যা বর্তমানে খোলা ডাম্পিং ইয়ার্ডে ফেলা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি শিল্প মন্ত্রণালয় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কিছু উদ্যোগ নিয়েছে এবং ট্যানারিসমূহকে চামড়াজাত বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও পুনপ্রক্রিয়াজাতকরণে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলে সেখানকার পরিবেশে ভয়াবহ দূষণের

হাত থেকে রক্ষা পাবে। চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য গবেষণা, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি, পরিবেশ রক্ষা, অধিকতর পরিচ্ছন্ন উৎপাদন এবং অবকাঠামো বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৯ সালে 'চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৯' গ্রহণ করে।

সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি চামড়া শিল্পের উন্নয়নে সরকারি ও বেসরকারি খাতের যৌথ প্রয়াস দরকার। ইতোমধ্যে সিইটিপি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান Dhaka Tannery Industrial Estate Wastage Treatment Plant Company Ltd. (DTIEWTPCL) চামড়া শিল্পের কঠিন বর্জ্য থেকে বাই-প্রোডাক্টস (উপজাত) তৈরির জন্য মজুদকৃত সলিড ওয়েস্টের পরিমাণ ও সম্ভাব্য উপজাতের ধরন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান হতে আবেদন আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ বিষয়ে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রস্তাব যাচাই-বাছাইপূর্বক পুনপ্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে তোলার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। কিছু প্রতিষ্ঠানকে এরই মধ্যে ক্রোমমুক্ত কাঁচা চামড়ার কাটিং রপ্তানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। ক্রোমিয়ামযুক্ত তরল বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য ট্যানারিসমূহকে Chrome Recovery Unit (CRU) স্থাপনের জন্য আগ্রহী করা হচ্ছে যা আশাব্যাঞ্জক।

চামড়ার ট্রেসিবিলিটি নিশ্চিতকরণের জন্য সব ক্ষেত্রে ভেটেরিনারি ডাক্তার দিয়ে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার লক্ষ্যে পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১ এর ধারা ৩(১), ৫(১) এবং ৫(২) মোতাবেক এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ বিধি ২০২১ এর বিধি ১০ ও ১১ মোতাবেক পশু জবাইয়ের আগে এবং পরে রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি কর্মকর্তা দিয়ে পশু এবং কারকাস পরীক্ষার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতি বছর কোরবানির পশুর হাটগুলোতে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম দিয়ে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এগুলো সঠিকভাবে করা হলে চামড়ার গুণগত মান বজায় থাকবে।

প্রেসিডেন্স রিসার্চের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী চামড়াজাত পণ্যের বাজারের আকার ছিল ৪২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০২৩ থেকে ২০৩২ সাল পর্যন্ত ৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩২ সালের মধ্যে প্রায় ৭৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্লোবাল বিজনেস ডেটা প্লাটফর্ম স্ট্যাটিস্টা এর হিসাব অনুযায়ী, ২০২০ সালে রপ্তানিকৃত বিশ্বব্যাপী চামড়াজাত পণ্যের বাজারের ৩০ শতাংশেরও বেশি চীনের দখলে। এরপর রয়েছে ইতালি, ফ্রান্স, ভিয়েতনাম এবং ভারত। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে ৪৮৭ কোটি ইউএস ডলার, যা বিগত বছরের তুলনায় ৩২% বেশি। চামড়া শিল্প একটি শ্রমঘন শিল্প খাত; ভারতে এই খাতে প্রায় ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৩০% নারী। বর্তমানে পুরো বিশ্বের মোট গবাদি পশুর ১.৩-১.৮% এর আবাসস্থল বাংলাদেশে হওয়া সত্ত্বেও বৈশ্বিক চামড়া বাণিজ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ১% যা একেবারেই অপ্রতুল। ইপিবির তথ্যানুযায়ী, ২০১০ সালের পর থেকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১.২৩ বিলিয়ন ডলারে। এরপর থেকে পরপর ৩ বছর চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ কমেছে। ২০১৮-১৯ সালে এ খাত থেকে রপ্তানি আয় কমে দাঁড়ায় ১.০২ বিলিয়ন ডলারে। করোনা মহামারির সময় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এই খাত থেকে রপ্তানি আয় কমে দাঁড়ায় ৭৯৭.৬ মিলিয়ন ডলারে। তবে ২০২০-২১ অর্থবছরে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ আগের অর্থবছরের চেয়ে ১৮% বেড়ে দাঁড়ায় ৯৪১.৬ মিলিয়ন ডলার। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ খাত থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে রেকর্ড হয়। ওই বছর এই খাতে মোট রপ্তানি ছিল ১.২৫ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে ৩২% বেশি। চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে ২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের জুলাই-জুন সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ১,২২৩.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ১,২৪৫.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের তুলনায় ১.৭৩% কম। উক্ত সময়ের মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ২.২০%। চামড়া-চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা খাতে ২০২৩-২০২৪ অর্থ-বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের রপ্তানি আয় হয়েছে ২৬৭.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের একই সময়ের ৩২৭.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয়ের তুলনায় ১৮.৪৪% কম। উক্ত সময়ের মোট রপ্তানিতে এ খাতের অবদান ১.৯৫%। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক চামড়া শিল্প খাত হতে ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক ১২.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কমপ্লায়েন্সসহ এ শিল্পের অন্যান্য প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা গেলে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাত গার্মেন্টস শিল্পে আয় করা বৈদেশিক মুদ্রার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কাঁচামাল আমদানিতে ব্যয় হয়। তবে, চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়, কারণ চামড়া শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো কাঁচা চামড়া, যা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় উপাদান। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে, চামড়া শিল্প একটি বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। বাস্তবতা হলো, চামড়া শিল্প যে পরিমাণ গুরুত্বের দাবি রাখে, এটি তা পায়নি। চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত ব্র্যান্ড যেমন নাইকি, অ্যাডিডাস, বারবেরি, ড. মার্টিন্স, আইকিয়া, এসুস, নিউ ব্যালেন্স, এবং মালভেরি তাদের পণ্য উৎপাদন ও আমদানিতে কমপ্লায়েন্স অর্জনকে অগ্রাধিকার দেয়। তবে, বাংলাদেশের অধিকাংশ চামড়া প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কমপ্লায়েন্স মানদন্ড পূরণে ব্যর্থ হওয়ায়, আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও এ খাতের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কমপ্লায়েন্সের অভাবে বাংলাদেশকে বাধ্য হয়ে স্বল্প মূল্যে প্রক্রিয়াজাতকৃত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করতে হয়। যদি কমপ্লায়েন্স মানদন্ড পূরণ করা যেত, তাহলে আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনেই চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি সম্ভব হতো। দেশের নিজস্ব কাঁচা চামড়া থেকে ফিনিশড চামড়া এবং চামড়াজাত পণ্য তৈরি করা হলে অধিক মূল্য সংযোজিত হয়। এর ফলে, উপযুক্ত মূল্যে চামড়া রপ্তানি করে এ শিল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হতো।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উন্নয়ন এবং বিকাশের জন্য একটি সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়মিত ফলোআপ করা অত্যাবশ্যক। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে গবেষণা একটি অপরিহার্য উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন (NPO) কর্তৃক প্রকাশিত "Bangladesh Leather Sector: Conditions, Challenges and Countermeasure" শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স ও দক্ষতা, শ্রমিকদের পরিস্থিতি এবং তাদের অধিকারসমূহ, এবং শিল্পের পরিবেশগত প্রোটোকলগুলি বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এছাড়া, চামড়া শিল্পের উন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। গবেষণার আওতায় বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভারের অন্তর্ভুক্ত ট্যানারিগুলোর ৬০ জন শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হলেও ট্যানারি মালিকদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎকার করা হয়নি। একইসাথে, ঢাকার ভেতর ও বাইরের ট্যানারি এবং কাঁচা চামড়ার সরবরাহ শৃঙ্খলা এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আসমিনা আক্তার (২০১৯) কর্তৃক সম্পাদিত "Factors Affecting International Marketing of Leather Goods of Bangladesh" শীর্ষক গবেষণাটি বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী নির্ণায়ক ও উপাদানসমূহ সনাক্ত করতে সক্ষম হয়। এতে নির্ণায়ক ও উপাদানগুলোকে দেশীয় (অভ্যন্তরীণ) এবং আন্তর্জাতিক (বহিরাগত) হিসেবে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, এই গবেষণায় বাংলাদেশের ট্যানারিগুলোর পরিবেশগত কমপ্লায়েন্সের বর্তমান অবস্থা এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আহমদ মোক্তাদির ও অন্যান্য (২০১৮) কর্তৃক সম্পাদিত "Drivers to Sustainable Manufacturing Practices and Circular Economy: A Perspective of Leather Industries In Bangladesh" শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের টেকসই উৎপাদনের জন্য যেসব ফ্যাক্টর রয়েছে সেগুলো শনাক্ত করা এবং গুরুত্ব অনুযায়ী সেগুলো ক্রমবিন্যস্ত করা হয়। পাশাপাশি উক্ত গবেষণার মাধ্যমে সবুজ অর্থনীতির ধারণার আলোকে ট্যানারি মালিকরা কিভাবে তাদের সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে এবং তাদের কারখানায় উৎপন্ন বর্জ্য পরিশোধনের কী কী কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন সে সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অবনতির কারণ এবং এ থেকে উত্তরণের উপায় সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখা হলে এটি নীতি নির্ধারণে আরও সহায়ক হতো।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (HRW) (২০১২) এর "Toxic Tanneries: The Health Repercussions of Bangladesh’s Leather" শীর্ষক এক গবেষণায়, ট্যানারি শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয় এবং এসব কারখানায় ব্যবহৃত সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্রোমিয়াম এবং সীসা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেসব বিরূপ প্রভাব ফেলে সেই দিকটি উঠে আসে। তবে এই

গবেষণায় স্বাস্থ্যগত দিক ব্যতীত চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। এছাড়াও ২০১৮ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত "Developing the Leather Industry in Bangladesh" শীর্ষক গবেষণায় বাংলাদেশের রপ্তানি বহুমুখীকরণে চামড়া শিল্পের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং চামড়া শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়। সেই সাথে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বিদ্যমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলো যেমন চীন, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হয়। কিন্তু কোভিড-১৯ প্যান্ডেমিক পরবর্তী সময়ে চামড়া শিল্পসহ অন্যান্য শিল্প খাতে প্যান্ডেমিকের ব্যাপক প্রভাব লক্ষণীয়; এমতাবস্থায় কোভিড পরবর্তী বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা জানতে বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।

“চামড়া খাতের রপ্তানি রূপরেখা” শীর্ষক গবেষণায় চামড়া খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দ্রুততর করার কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন বিষয়ে ২০১৯ সালে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রজেক্টের আওতায় একটি গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়। উক্ত গবেষণা কর্মটি চামড়া শিল্প খাত থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৫০০ কোটি ডলার রপ্তানি অর্জনে করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। গবেষণায় রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য কমপ্লায়েন্স অর্জনের গুরুত্ব তুলে ধরা হলেও চামড়া শিল্পের সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলোর সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় করণীয় বিষয়গুলোর বিস্তারিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

সাহিত্য পর্যালোচনার উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে, যেমন পরিবেশগত প্রভাব, শ্রমিকদের অধিকার ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়াদি এবং রপ্তানি প্রবৃদ্ধি, পৃথকভাবে বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হলেও চামড়া শিল্পের সামগ্রিক বর্তমান অবস্থা, এর সম্মুখীন চ্যালেঞ্জসমূহ এবং উত্তরণের উপায় নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। এই অভাব পূরণ করার লক্ষ্যে, বিসিক-এর পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের গবেষণা শাখা "বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছে। এই গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের সামগ্রিক বর্তমান অবস্থা, এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের কার্যকর পন্থাগুলো সম্পর্কে একটি সমন্বিত ধারণা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই গবেষণার ফলাফলগুলি সরকারের চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২.২. গবেষণা পদ্ধতি

২.২.১. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা কার্যক্রম ০১ টি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ০৪ টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়েছে।

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায় নির্ধারণ করা

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি

উপর্যুক্ত সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন করা হয়-

১। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা;
২। বাংলাদেশের চামড়া শিল্প বিকাশে প্রধান বাঁধাসমূহ অনুসন্ধান করা;
৩। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে বাস্তবসম্মত সুপারিশ এবং এ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করা; এবং
৪। এ বিষয়ে সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।

২.২.২. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কর্মটি বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। এটি সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে।

২.২.৩. গবেষণার এলাকা

এই গবেষণাটি সারাদেশের চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর পরিচালিত হয়েছে। সময় ও বাজেট স্বল্পতার কারণে নমুনায়নের মাধ্যমে ৪১০ জন উদ্যোক্তার কাছ থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য চামড়া শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ০৩ (তিন) টি গ্রুপ যথা কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, কাঁচা চামড়া প্রস্তুতকারী কোম্পানি এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনায়নের জন্য একাধিক নমুনার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। বহুপর্যায় নমুনা চয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে দেশের ০৮ (আট) টি বিভাগের প্রতিটি বিভাগ হতে ০১ (এক) টি করে জেলার অর্থাৎ ০৮ (আট) টি জেলার কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরল দৈব চয়নের মাধ্যমে কাঁচা চামড়া প্রস্তুতকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানির ভৌগোলিক অবস্থান বিক্ষিপ্ত হওয়ায় এই অংশের উত্তরদাতাদের উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) নমুনা চয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে চয়ন করা হয়েছে। নমুনার আকার এবং গ্রুপ নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

নমুনা গ্রুপ	নমুনা সংখ্যা
কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	২২০
লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	৬১
লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার	১২৯
মোট	৪১০

২.২.৪. তথ্যের উৎস

ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এই গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সারা দেশের ৪১০ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন সরকারী রিপোর্ট, গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল, নিবন্ধ, সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে।

২.২.৫. তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ও কৌশল

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে ওপেন এন্ডেড ও ক্লোজ এন্ডেড উভয় ধরনের প্রশ্ন সন্নিবেশিত ছিল।

২.২.৬. তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ও বিশ্লেষণ

এই গবেষণা সম্পাদনের জন্য প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া সংগৃহীত উপাত্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিচে ফ্লো চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হলো-

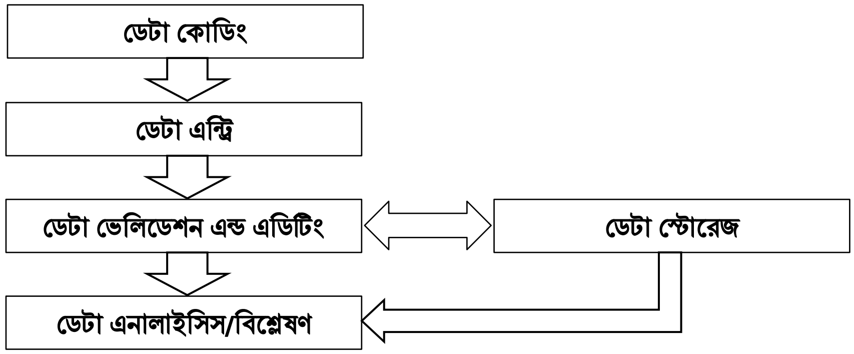

তৃতীয় অধ্যায়

৩.০. চামড়া ব্যবসায়ীদের সাধারণ তথ্য

চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিন ধরনের ব্যবসায়ী রয়েছে যথা- কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স। আলোচ্য গবেষণায় সারা বাংলাদেশের ৮টি বিভাগ হতে নমুনায়নের মাধ্যমে চামড়া ব্যবসায়ীদের সাধারণ তথ্য, বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ, নিয়োজিত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে ও সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য এ গবেষণায় সারা দেশব্যাপী এ খাত সংশ্লিষ্ট মোট ৪১০ জন উত্তরদাতার মতামত গ্রহণ করা হয়। মোট ৪১০ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২২০ জন কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, ৬১ জন লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং ১২৯ জন লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স। তাদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

৩.১. চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান

গবেষণায় দেখা যায় যে, ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের ব্যবসায়িক কার্যক্রম কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। কাঁচা চামড়া ব্যবসার অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান ঢাকায় অবস্থিত হলেও যশোর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং নাটোরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং এর ট্যানারিসমূহ প্রায় সম্পূর্ণরূপে ঢাকায় অবস্থিত। এছাড়া, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার কারখানাসমূহ ঢাকায় সর্বাধিক হলেও রাজশাহীতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কারখানা রয়েছে।

সারণী- ০১: চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান

অবস্থান	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
ঢাকা	৩৯ (১৭.৭০%)	৬০ (৯৮.৪০%)	৭৮ (৫৭.৩৬%)
চট্টগ্রাম	২৮ (১২.৭০%)	০	৬ (৪.৬৬%)
সিলেট	২৮ (১২.৭০%)	০	০
যশোর	৩৫ (১৫.৯০%)	০	০
ময়মনসিংহ	৩২ (১৪.৫০%)	০	০
নাটোর	২৫ (১১.৪০%)	০	০
বরিশাল	৯ (৪.১০%)	০	০
রংপুর	২৪ (১০.৯০%)	০	০
খুলনা	০	১ (১.৬০%)	০
রাজশাহী	০	০	৪৯ (৩৭.৯৮%)
মোট	২২০ (১০০%)	৬১ (১০০%)	১২৯ (১০০%)

চার্ট-০১: চামড়া ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠানের অবস্থান

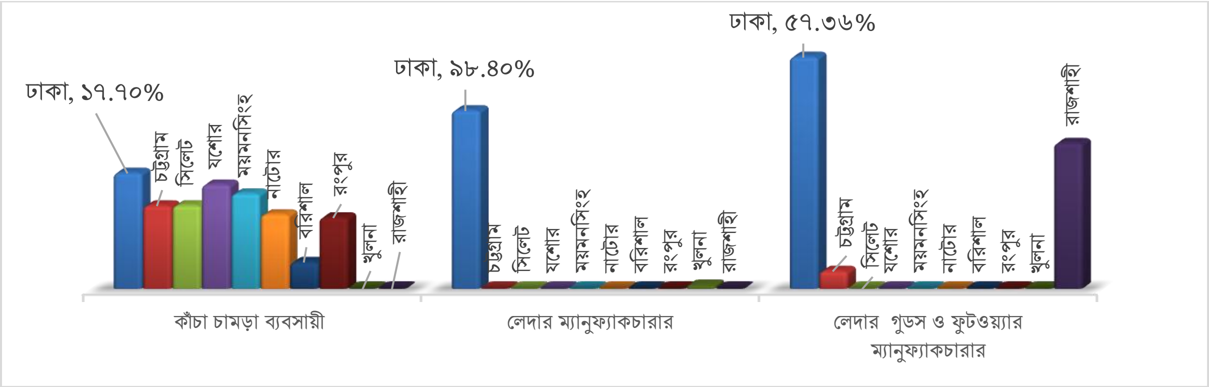

৩.২. চামড়া ব্যবসায়ীদের লিঙ্গ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুসারে, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের অধিকাংশ উদ্যোক্তাই পুরুষ, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া ব্যবসার ক্ষেত্রে এটি শতভাগ। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার কারখানায় পুরুষ উদ্যোক্তার পাশাপাশি অল্প সংখ্যক নারী উদ্যোক্তা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণ খুবই নগন্য।

সারণী-০২: চামড়া ব্যবসায়ীদের লিঙ্গ

লিঙ্গ	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
পুরুষ	২২০ (১০০%)	৫৯ (৯৬.৭০%)	১২৪ (৯৬.১০%)
মহিলা	০	২ (৩.৩০%)	৫ (৩.৯০%)
মোট	২২০ (১০০%)	৬১ (১০০%)	১২৯ (১০০%)

চার্ট-০২: চামড়া ব্যবসায়ীদের লিঙ্গ

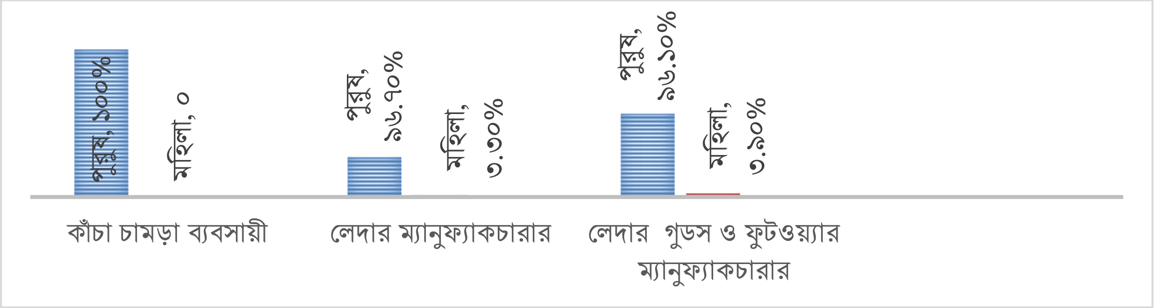

৩.৩. শিক্ষাগত যোগ্যতা

গবেষণায় দেখা যায়, কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে নিরক্ষর ও প্রাথমিক শিক্ষিতদের সংখ্যা অধিক। অপরদিকে, লেদার ম্যানুফ্যাকচারার এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার প্রস্তুতকারকদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারণী- ০৩: শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
নিরক্ষর	৯০ (৪০.৯০%)	২ (৩.৩০%)	৩০ (২৩.২৫%)
প্রাথমিক	৪২ (১৯.১০%)	৩ (৪.৯০%)	১৭ (১৩.১৭%)
মাধ্যমিক	৬২ (২৮.২০%)	১৭ (২৭.৯০%)	৩৪ (২৬.৩৬%)
উচ্চ মাধ্যমিক	১২ (৫.৫২%)	৬ (৯.৮০%)	৫ (৩.৮৮%)
স্নাতক	১৩ (৫.৯০%)	১৭ (২৭.৯০%)	১১ (৮.৫৩%)
স্নাতকোত্তর	১ (০.৫০%)	১৬ (২৬.২০%)	৩২ (২৪.৮১%)
মোট	২২০ (১০০%)	৬১ (১০০%)	১২৯ (১০০%)

চার্ট-০৩: শিক্ষাগত যোগ্যতা

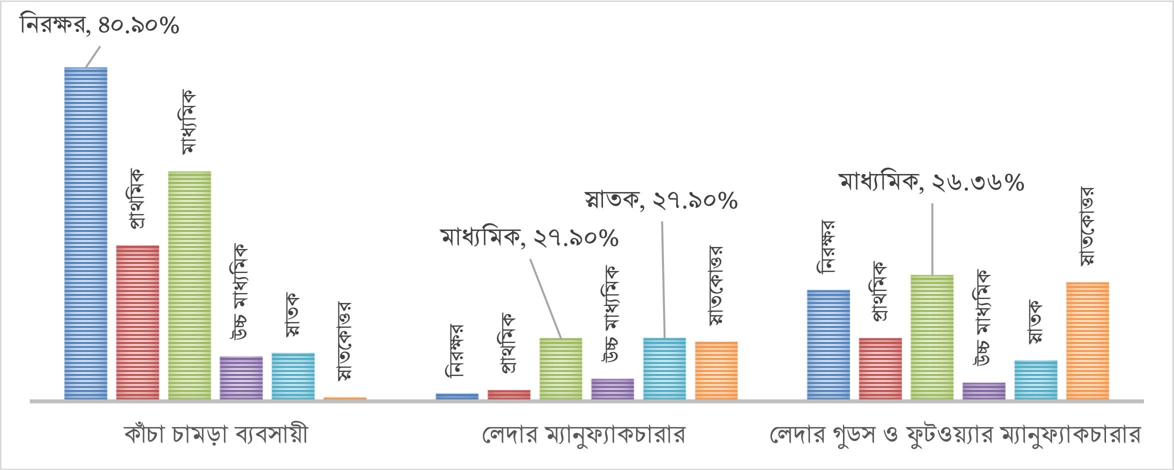

৩.৪. চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কাঁচা চামড়া এবং লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে এমন উদ্যোক্তার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। এই দুটি খাতে, বেশিরভাগ উদ্যোক্তারই ২০ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা ২০ বছরের কম।

সারণী- ০৪: চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা

বছর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
১১ বছরের কম	২২ (১০.০০%)	৭ (১১.৫০%)	৪৭ (৩৬.৪৪%)
১১-২০বছর	৬৯ (৩১.৪০%)	১১ (১৮.০০%)	**৬২ (৪৮.০৬%)**
২১-৩০ বছর	**৮২ (৩৭.৩০%)**	১৩ (২১.৩০%)	১৪ (১০.৮৫%)
৩১-৪০ বছর	৩৭ (১৬.৮০%)	**১৭ (২৭.৯০%)**	৪ (৩.১০%)
৪০ বছরের বেশি	১০ (০৪.৫০%)	১৩ (২১.৩০%)	২ (১.৫৫%)
মোট	**২২০ (১০০%)**	**৬১ (১০০%)**	**১২৯ (১০০%)**

চার্ট-০৪: চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা

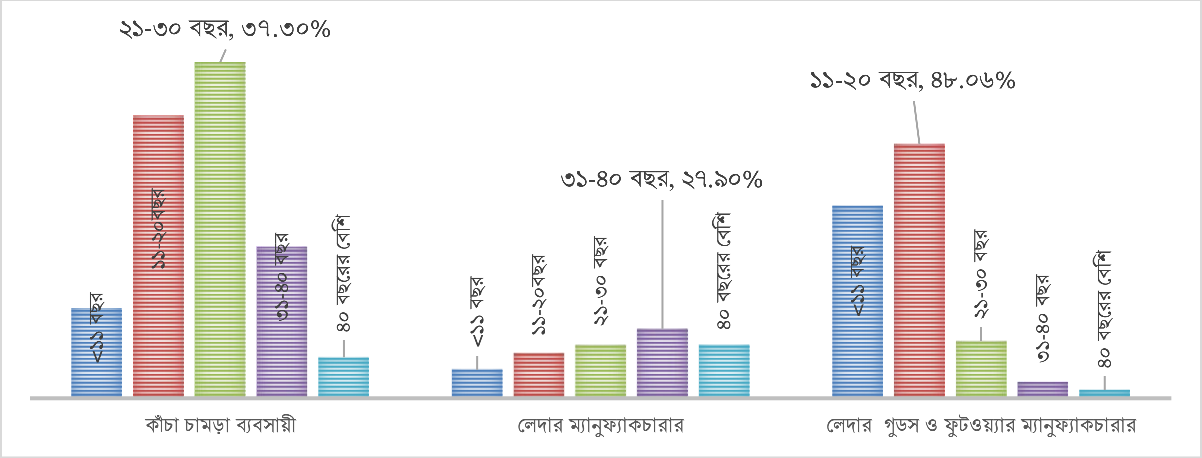

৩.৫. ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের বিনিয়োগের প্রধান উৎস হলো ব্যবসায়ীদের নিজস্ব অর্থ, যা তাদের মোট বিনিয়োগের অর্ধেকেরও বেশি। অপরদিকে, ৫০.৮০% লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের বিনিয়োগ ঋণ ও নিজস্ব অর্থের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

সারণী-০৫: ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস

বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
নিজস্ব	১৪৫ (৬৫.৯০%)	৩০ (৪৯.২০%)	৮২ (৬৩.৬০%)
ঋণ+নিজস্ব	৭৫ (৩৪.১০%)	৩১ (৫০.৮০%)	৪৭ (৩৬.৪০%)
মোট	২২০ (১০০%)	৬১ (১০০%)	১২৯ (১০০%)

চার্ট-০৫: ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস

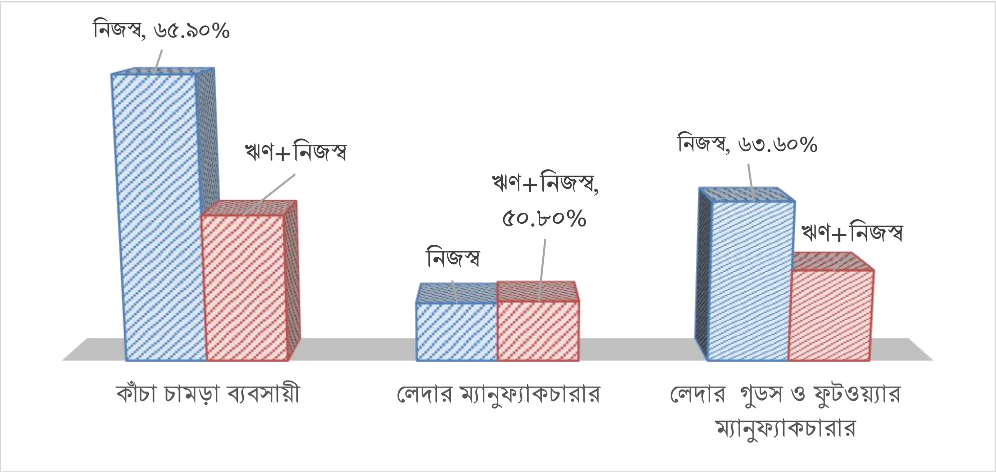

৩.৬. ব্যবসায়ীদের ঋণের উৎস

কাঁচা চামড়া খাতে ঋণ গ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা মূলত মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে থাকেন। এই খাতে ব্যাংক এবং এনজিও এর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম। অন্যদিকে, ঋণ গ্রহণকারী লেদার ম্যানুফ্যাকচারারগণ মূলত ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকেন। ঋণ গ্রহণকারী লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারগণ প্রধানত ব্যাংক এবং এনজিও হতে ঋণ নিয়ে থাকেন।

সারণী-০৬: ব্যবসায়ীদের ঋণের উৎস

ঋণের উৎস	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
ব্যাংক	১৪ (১৮.৬৭%)	৩১ (১০০%)	২১ (৪৪.৬৮%)
এনজিও	৪ (৫.৩৩%)	০	২৬ (৫৫.৩২%)
মহাজন	৫৭ (৭৬%)	০	০
মোট	৭৫ (১০০%)	৩১ (১০০%)	৪৭ (১০০%)

চার্ট-০৬: ব্যবসায়ীদের ঋণের উৎস

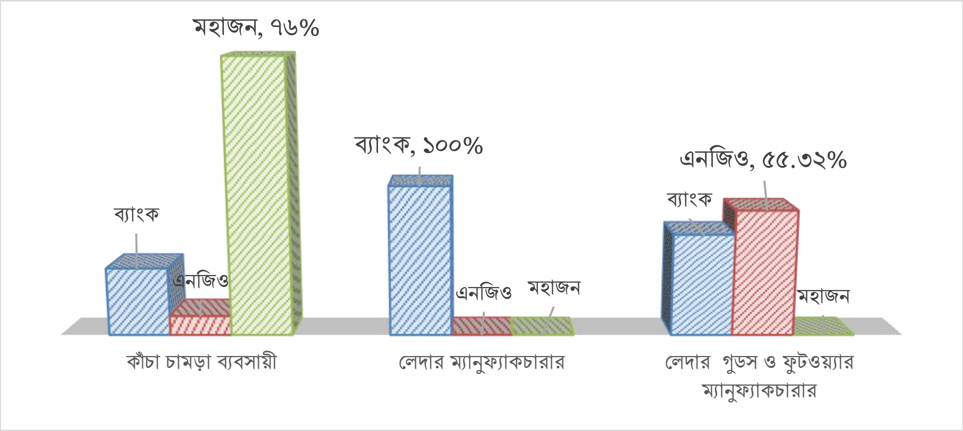

৩.৭. চামড়া শিল্পে কর্মরত জনবল

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায়, কাঁচা চামড়া ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে নারীদের কোনো অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। তবে, ট্যানারি এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার কারখানায় নারীদের উপস্থিতি কিছুটা চোখে পড়লেও তা পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও এই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ ব্যবস্থাপক পদেই পুরুষরা আছেন এবং নারীদের অংশগ্রহণ সেখানে খুবই সীমিত। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, এই শিল্পটি এখনো মূলত পুরুষ-নির্ভর একটি শিল্প হিসেবেই পরিচিত, যেখানে নারী কর্মীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম।

সারণী-০৭: চামড়া শিল্পে কর্মরত জনবল

ধরণ	কাঁচা চামড়া	লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং
পুরুষ কর্মী	১০৫১ (৭৯.৯২%)	২৪২৭ (৮১.৬৬%)	১৪৩৬৬ (৫৫.৬০%)
মহিলা কর্মী	০	১৭৯ (৬.০২%)	৯৬৩৪ (৩৭.২৯%)
ব্যবস্থাপনায় পুরুষ	২৬৪ (২০.০৮%)	৩৬৩ (১২.২২%)	১৬৯২ (৬.৫৫%)
ব্যবস্থাপনায় মহিলা	০	২ (০.০৭%)	১৪৬ (০.৭১%)
মোট জনবল	১,৩১৫ (১০০%)	২,৯৭১ (১০০%)	২৫৮৩৮ (১০০%)

চার্ট-০৭: চামড়া শিল্পে কর্মরত জনবল

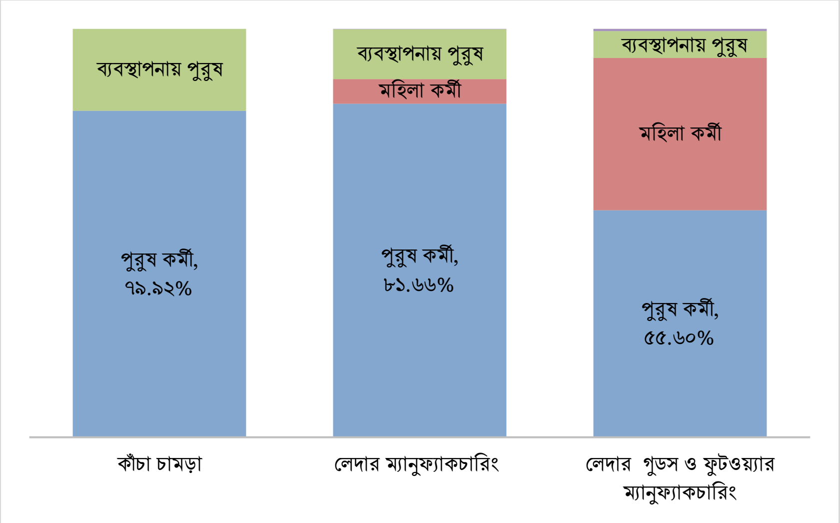

৩.৮. চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ধরন

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, চামড়া শিল্পের তিনটি উপখাতে কর্মরতদের মধ্যে দক্ষ শ্রমিকের প্রাধান্য বেশি, বিশেষ করে কাঁচা চামড়া ব্যবসা এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে দক্ষদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধা দক্ষ কর্মীও রয়েছে। অন্যদিকে, অদক্ষ কর্মীর অনুপাত সবখাতেই তুলনামূলকভাবে কম হলেও লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এই হার কিছুটা বেশি।

সারণী-০৮: চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ধরন

ধরন	কাঁচা চামড়া	লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং
দক্ষ	৯২৮ (৮৮.৩০%)	১,৬৭২ (৬৪.১৬%)	১৭,৯৫৬ (৭৪.৮২%)
আধা দক্ষ	১১৬ (১১.০৩%)	৬৮১ (২৬.১৩%)	২,৬৭১ (১১.১৩%)
অদক্ষ	৭ (০.৬৭)	২৫৩ (৯.৭১%)	৩,৩৭৩ (১৪.০৫%)
মোট	১,০৫১ (১০০%)	২,৬০৬ (১০০%)	২৪,০০০ (১০০%)

চার্ট-০৮: চামড়া শিল্পে কর্মরত কর্মীদের ধরন

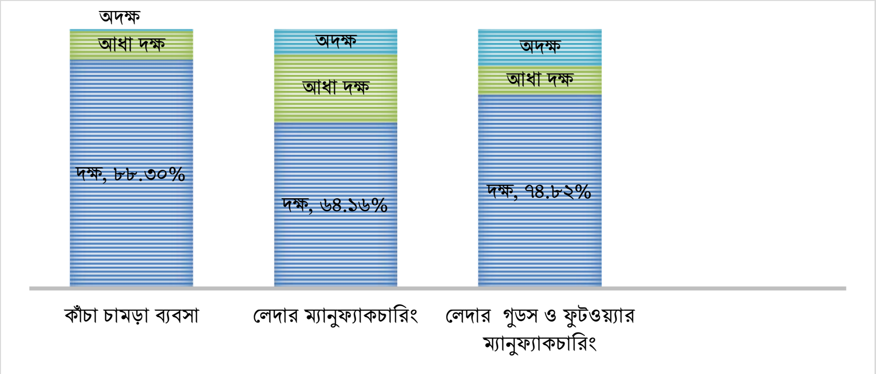

৩.৯. কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, কাঁচা চামড়া খাতে শ্রমশক্তির বড় অংশ মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত, যেখানে স্থায়ী শ্রমিকের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে অধিকাংশ শ্রমিক স্থায়ীভাবে নিয়োজিত হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ অস্থায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। অন্যদিকে, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে প্রায় সকল শ্রমিকই স্থায়ী।

সারণী-০৯: কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন

ধরন	কাঁচা চামড়া	লেদার ম্যানুফ্যাকচারিং	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং
স্থায়ী শ্রমিক	৮২৪ (১৫.২৪%)	১,৮৩৫ (৭০.৪১%)	২১,৪১৬ (৮৭.৪৬%)
অস্থায়ী শ্রমিক	৩৪২ (৬.৩৩%)	৭৭১ (২৯.৫৯%)	২,৫৮৪ (১০.৫৬%)
মৌসুমি শ্রমিক	৪,২৪০ (৮৩.০৩%)	০	৪৮৬ (১.৯৮%)
মোট	৫,৪০৬ (১০০%)	২,৬০৬ (১০০%)	২৪,৪৮৬ (১০০%)

চার্ট-০৯: কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন

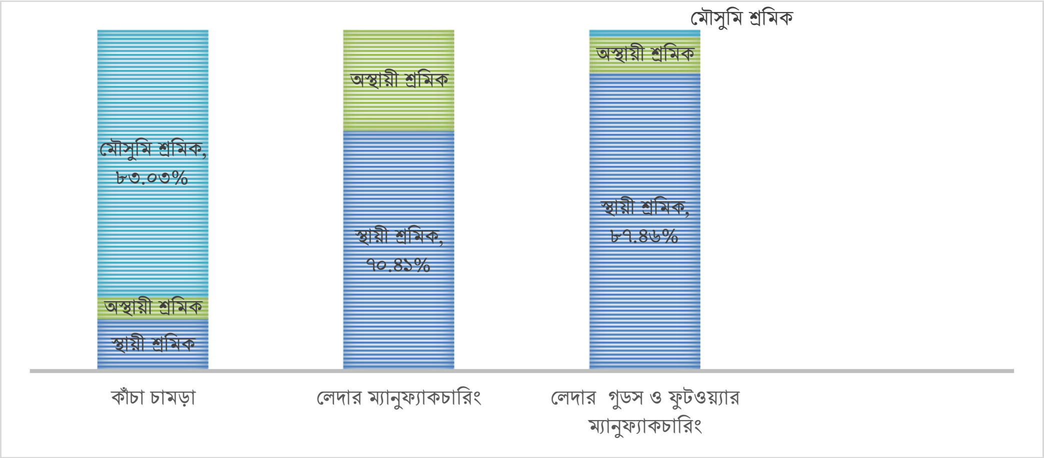

৩.১০. চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশের কোনো ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ নেই, বিপরীতে লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের প্রায় সবাই কোনো না কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। অন্যদিকে, লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারারদের বেশিরভাগ কোনো না কোনো সংগঠনের সদস্য হলেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এখনও সংগঠনের বাইরে রয়েছে। এসব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- BTA, BFLLFEA, AMPHORA, LFMEAB, কালুহাটি পাদুকা শিল্প সমবায় সমিতি ইত্যাদি।

সারণী-১০: চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী	লেদার ম্যানুফ্যাকচারার	লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার
হ্যাঁ	৯৯ (৪৫%)	৫৭ (৯৩.৪০%)	৮৬ (৬৬.৬৭%)
না	১২১ (৫৫%)	৪ (৬.৬০%)	৪৩ (৩৩.৩৩%)
মোট	২২০ (১০০%)	৬১ (১০০%)	১২৯ (১০০%)

চার্ট-১০: চামড়া শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ

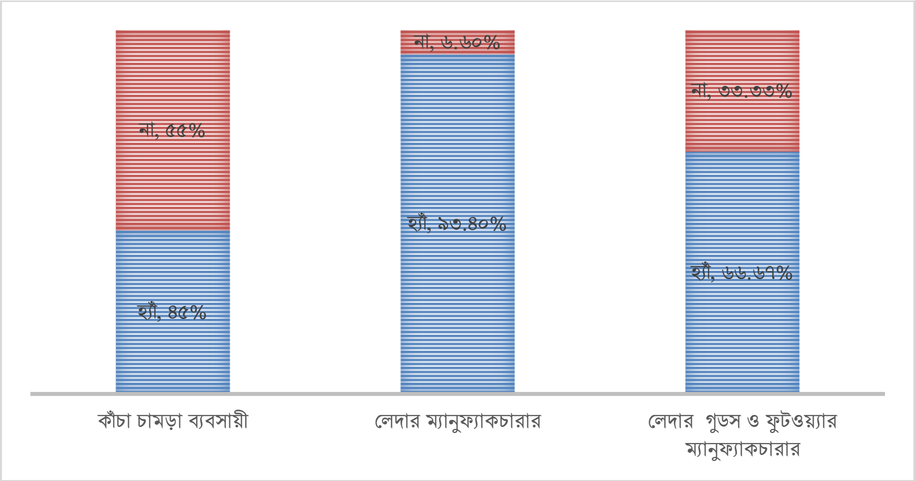

চতুর্থ অধ্যায়

৪.০. চামড়া ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.১. কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.১.১ কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উৎস

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ২২০ জন কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, কাঁচা চামড়া সংগ্রহে ব্যবসায়ীরা প্রধান উৎস হিসেবে স্থানীয় বাজার ও ফড়িয়াদের উপর নির্ভর করে। এছাড়া কসাইখানা, এতিমখানা ও মাদ্রাসা থেকেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চামড়া সংগ্রহ করা হয়।

সারণী-১১: কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উৎস (একাধিক উত্তর)

চামড়ার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
স্থানীয় বাজার	১৩২	৬০%
ফড়িয়া	১৪১	**৬৪.০৯%**
কসাইখানা	৭৪	৩৩.৬৪%
এতিমখানা ও মাদ্রাসা	৯৩	৪২.২৭%
অন্যান্য	৪৭	২১.৩৬%

চার্ট-১১: কাঁচা চামড়া সংগ্রহের উৎস

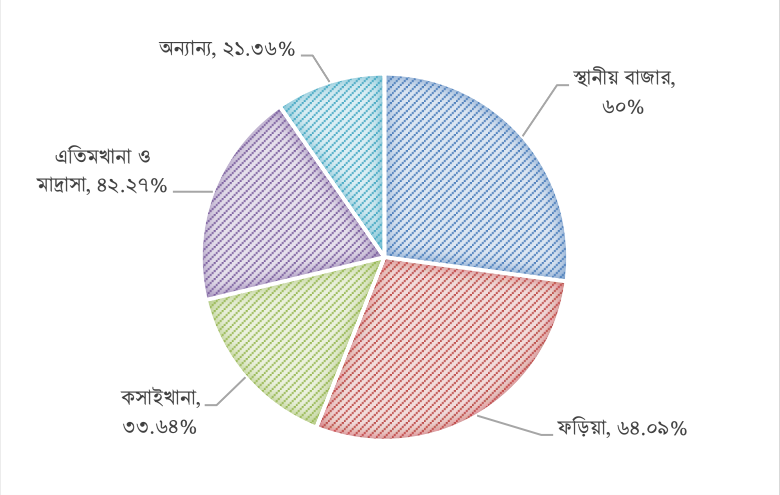

৪.১.২ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত কাঁচা চামড়ার ধরন

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীগণ লবণ ছাড়া চামড়া বেশি ক্রয় করেন।

৪.১.৩ ঈদ-উল-আজহার সময় কাঁচা চামড়ার মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণসমূহ

ঈদ-উল-আজহার সময় কাঁচা চামড়ার মূল্য হ্রাসের মূল কারণগুলোর মধ্যে অতিরিক্ত সরবরাহ অন্যতম। কারণ স্বল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ চামড়া বাজারে আসে। পর্যাপ্ত কোল্ড স্টোরেজ ও সংরক্ষণ সুবিধা না থাকায় ব্যবসায়ীরা দ্রুত চামড়া বিক্রি করতে বাধ্য হন,

এতে দামের ওপর নেতিবাচক চাপ সৃষ্টি হয়। এছাড়া মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব, আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও রপ্তানি সংকট এবং ছোট ব্যবসায়ীদের নগদ অর্থের সংকট পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। সীমিত সক্ষমতার কারণে ট্যানারিগুলো অতিরিক্ত চামড়া কিনতে পারে না, যা সামগ্রিকভাবে মূল্য হ্রাসের জন্য ভূমিকা পালন করে।

সারণী-১২: কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত কাঁচা চামড়ার ধরন

চামড়ার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
লবণযুক্ত	২৪	১০.৯০%
লবণ ছাড়া	১২৯	**৫৮.৬০%**
উভয়ই	৬৭	৩০.৫০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১২: কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ক্রয়কৃত কাঁচা চামড়ার ধরন

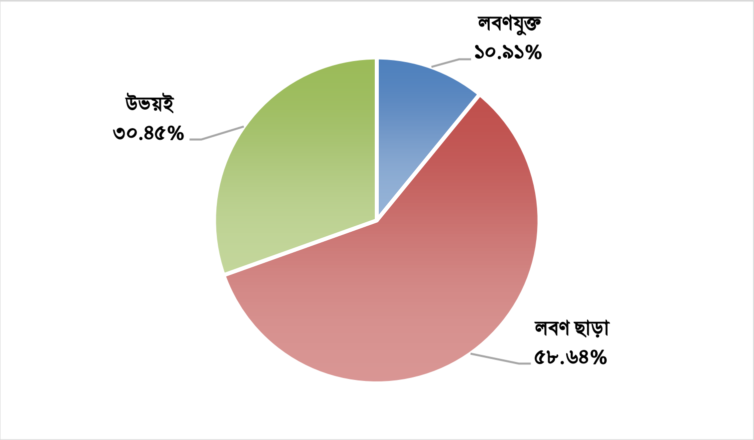

৪.১.৪ পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে পশু জবাইয়ের পর কাঁচা চামড়া সংগ্রহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দীর্ঘ সময় লাগে, যেখানে উল্লেখযোগ্য অংশ ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় পর সংগ্রহ করা হয়।

সারণী-১৩: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়

সময়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-২ ঘন্টা	৮	৩.৬৪%
২-৪ ঘন্টা	৩৬	১৬.৩৬%
৪-৬ ঘন্টা	৬৮	৩০.৯১%
৬ ঘন্টার বেশি	১০৮	**৪৯.০৯%**
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৩: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করা হয়

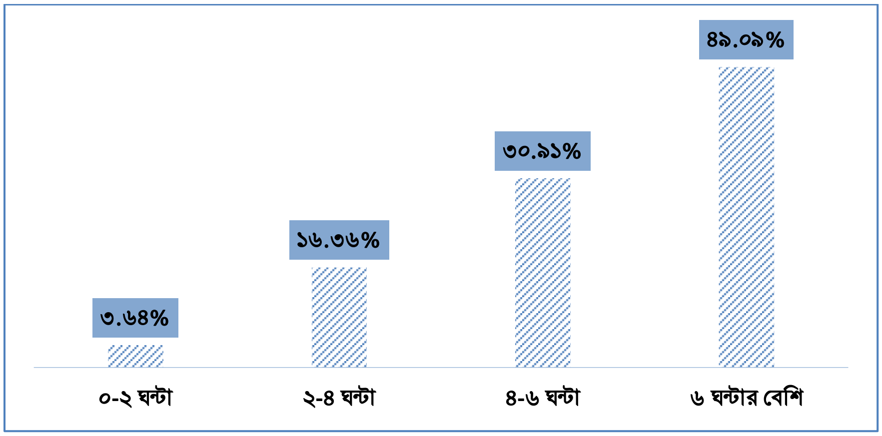

৪.১.৫ পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করা হয়

গবেষণার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে পশু জবাইয়ের পর কাঁচা চামড়ায় লবণ প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় দীর্ঘ সময় নেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পশু জবাইয়ের ছয় ঘণ্টারও বেশি সময় পর কাঁচা চামড়ায় লবণ প্রয়োগ করা হয়, যা চামড়ার মান নষ্ট করে ফেলে।

সারণী-১৪: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করা হয়

সময়	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-২ ঘন্টা	১০	৪.৫৫%
২-৪ ঘন্টা	১৮	৮.১৮%
৪-৬ ঘন্টা	২৬	১১.৮২%
৬ ঘন্টার বেশি	১৬৬	**৭৫.৪৫%**
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৪: পশু জবাইয়ের কত ঘন্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করা হয়

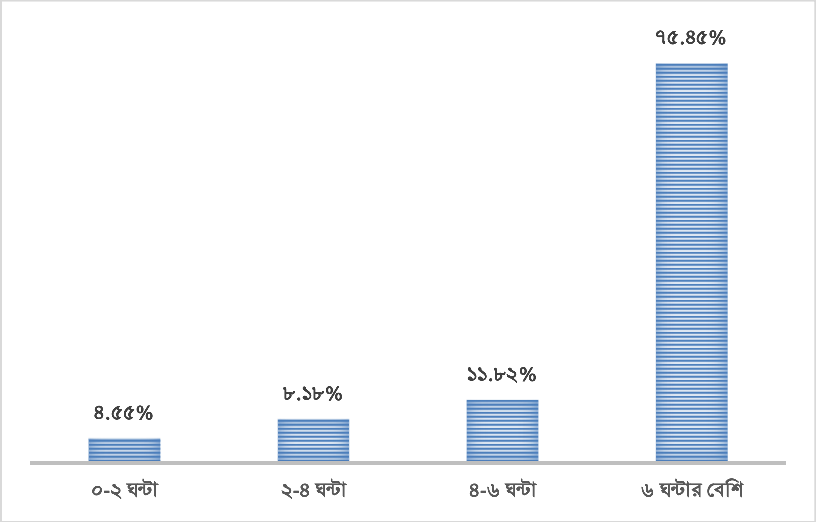

৪.১.৬ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ

সংগৃহীত তথ্য হতে দেখা যায়, অধিকাংশ ব্যবসায়ী লবণের সরবরাহ পর্যাপ্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন। কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী লবণের সরবরাহ পর্যাপ্ত নয় বলে জানিয়েছেন এবং এর পেছনে ঈদের মৌসুমে লবণ নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

সারণী-১৫: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ

প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ পর্যাপ্ত কি না?	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৯৮	৯০%
না	২২	১০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৫: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ

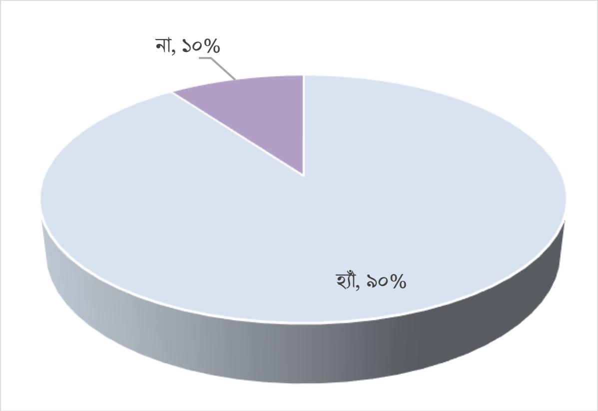

৪.১.৭ কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান

কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী ট্যানারিসমূহের নিকট সরাসরি কাঁচা চামড়া বিক্রি করেন। এছাড়াও, স্থানীয় বাজারকে বিকল্প বাজার হিসাবে চিহ্নিত করেন অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী।

সারণী-১৬: কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান

কাঁচা চামড়ার বিক্রির স্থান	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ট্যানারি	১৯৫	৮৮.৬০%
স্থানীয় বাজার	২৫	১১.৪০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৬: কাঁচা চামড়া বিক্রির স্থান

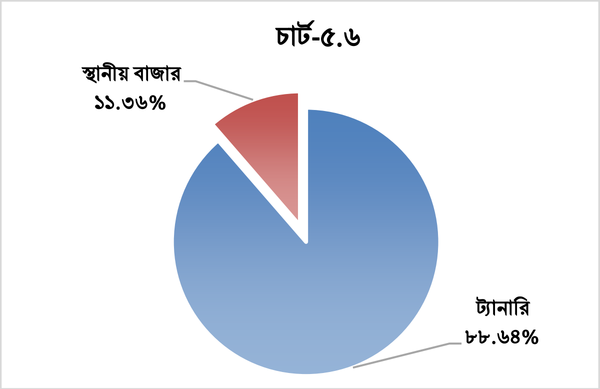

৪.১.৮ কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ

প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি। চামড়া শিল্প খাতে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া প্রয়োজন।

সারণী-১৭: কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে কি?	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৩৫	১৫.৯০%
না	১৮৫	৮৪.১০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৭: কাঁচা চামড়া সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ

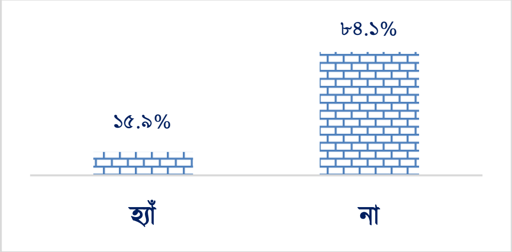

৪.১.৯ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য

জরিপকৃত কাঁচা চামড়ার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই (৯৬.৪%) এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না। মাত্র ৮ জন (৩.৬%) উত্তরদাতা এ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করার কথা উল্লেখ করেছেন।

সারণী-১৮ শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য

শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	৮	৩.৬০%
না	২১২	৯৬.৪০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৮: শ্রমিকদের কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে প্রশিক্ষণের তথ্য

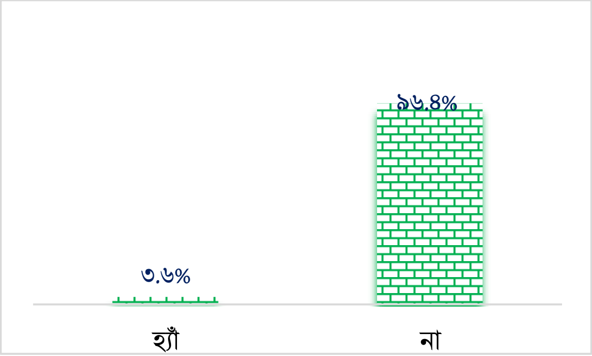

৪.১.১০ সংগৃহীত প্রতি বর্গফুট চামড়ায় প্রয়োগকৃত লবণের পরিমাণ

জরিপকৃত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (৪১.৪%) প্রতি বর্গফুট কাঁচা চামড়ায় ৩০১ থেকে ৪০০ গ্রাম লবণ প্রয়োগ করে থাকে।

সারণী-১৯: প্রতি বর্গফুট চামড়ায় প্রয়োগকৃত লবণের পরিমাণ

পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
১০১ – ২০০ গ্রাম	১২	৫.৫০%
২০১ - ৩০০ গ্রাম	৬৩	২৮.৬০%
৩০১ – ৪০০ গ্রাম	৯১	৪১.৪০%
৪০০ - ৫০০ গ্রাম	৫৩	২৪.১০%
৫০০ গ্রামের বেশি	১	০.৫০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-১৯: প্রতি বর্গফুট চামড়ায় প্রয়োগকৃত লবণের পরিমাণ

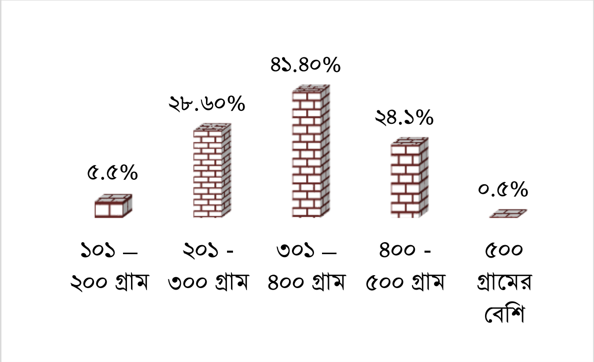

৪.১.১১ লবণযুক্ত চামড়ার অবিক্রিত/বর্জ্য অংশ

সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী শতকরা ৯৫ থেকে ১০০ ভাগ লবণযুক্ত কাঁচা চামড়া বিক্রি করে ফেলেন।

সারণী-২০ লবণযুক্ত চামড়ার অবিক্রিত/বর্জ্য অংশ

শতকরা পরিমাণ	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
০-৫ %	১৯২	৮৭.২৭%
৬ - ১০%	৭	৩.১৮%
১১ - ১৫ %	২	০.৯০%
১৬ – ২০ %	১১	৫.০০%
২০% শতাংশের বেশি	৮	৩.৬৩%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-২০ লবণযুক্ত চামড়ার অবিক্রিত/বর্জ্য অংশ

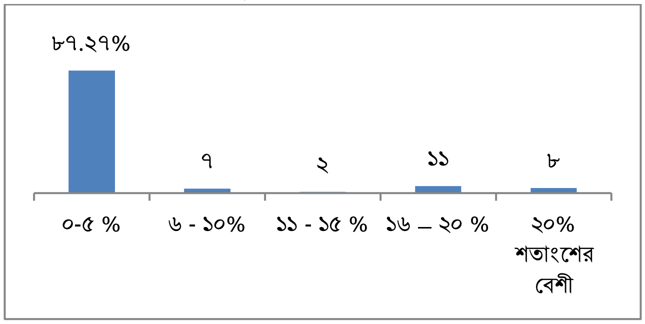

৪.১.১২ মাসিক গড়ে কত টাকার কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা করা হয় (ঈদ-উল-আজহার পরবর্তী ৩ মাস)

ঈদ-উল-আজহার পরবর্তী তিন মাসে কাঁচা চামড়ার ব্যবসার লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যবসায়ীর মাসিক গড় ক্রয়-বিক্রয় ২০,০০,০০০ টাকার নিচে থাকে।

সারণী-২১ কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা (ঈদ-উল-আজহার পরবর্তী ৩ মাস)

রেঞ্জ (টাকা)	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
২০,০০,০০০ এর কম	১৪২	৬৪.৫০%
২০,০০,০০১ - ৪০,০০,০০০	৩৭	১৬.৮০%
৪০,০০,০০১ - ৬০,০০,০০০	১৮	৮.২০%
৬০,০০,০০১ - ৮০,০০,০০০	১০	৪.৫০%
৮০,০০,০০১ - ১,০০,০০,০০০	২	০.৯০%
১,০০,০০,০০০ এর বেশি	১১	৫.০০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-২১ কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা (ঈদ-উল-আজহার পরবর্তী ৩ মাস)

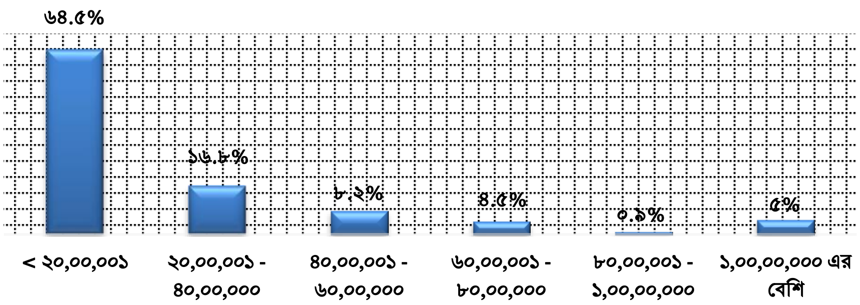

৪.১.১৩ ঈদ-উল-আজহা ছাড়া অন্য সময় মাসিক গড় কত কাঁচা চামড়া কেনা-বেচা

ঈদ-উল-আজহা ব্যতীত অন্য সময় কাঁচা চামড়া ক্রয়-বিক্রয়ের মাসিক গড়ের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীর মাসিক গড় ক্রয়-বিক্রয় ১০,০০,০০০ টাকার নিচে থাকে।

সারণী-২২ ঈদ-উল-আজহা ব্যতিত অন্য সময় মাসিক গড় কেনা-বেচা

রেঞ্জ (টাকা)	সংখ্যা	শতাংশ
১০,০০,০০০ এর কম	১৮৮	৮৫.৫০%
১০,০০,০০১ - ২০,০০,০০০	১৫	৬.৮০%
২০,০০,০০১ - ৩০,০০,০০০	৬	২.৭০%
৩০,০০,০০১ - ৪০,০০,০০০	৬	২.৭০%
৪০,০০,০০১ - ৫০,০০,০০০	৪	১.৮০%
৫০,০০,০০০ এর বেশি	১	০.৫০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-২২ ঈদ-উল-আজহা ব্যতিত অন্য সময় মাসিক গড় কেনা-বেচা

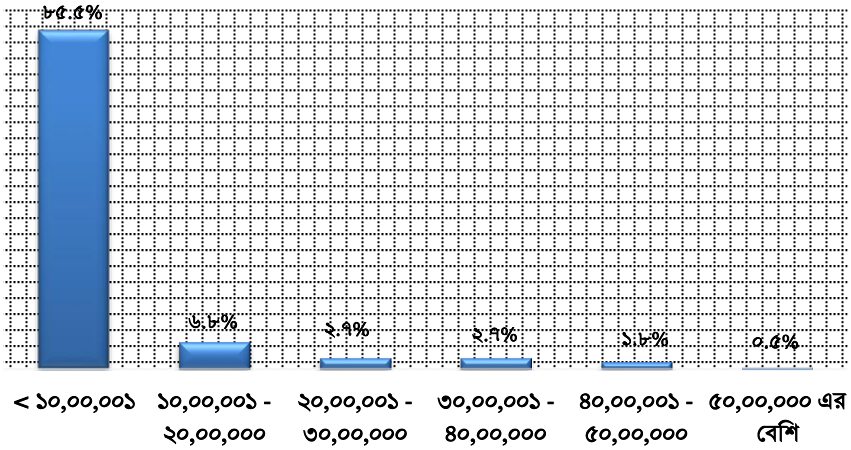

৪.১.১৪ ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ

গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে না।

সারণী-২৩ ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৭	৩.২০%
না	২১৩	৯৬.৮০%
মোট	২২০	১০০%

চার্ট-২৩ ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ

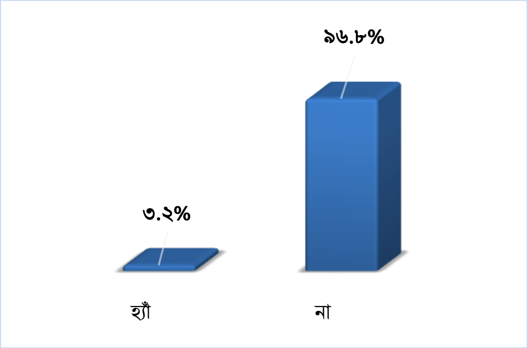

৪.১.১৫ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে ব্যবসায়ীগণ নিম্নোক্ত সমস্যাগুলোর তথ্য তুলে ধরেন

অধিকাংশ ব্যবসায়ী সময়মতো চামড়ায় লবণ প্রয়োগ করেন না। তাছাড়া, ঈদের সময় লবণের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায় অনেক চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। শ্রমিকদেরও যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে ভুল পদ্ধতিতে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। দুর্বল পরিবহন ব্যবস্থার কারণেও অনেক সময় চামড়া দ্রুত সংগ্রহ কেন্দ্রে পৌঁছানো যায় না, যা এর গুণগত মান নষ্ট করে।

৪.২. লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.২.১ উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন

চামড়া শিল্পের উৎপাদন প্রধানত কাঁচা চামড়ার ওপর নির্ভরশীল। যদিও ওয়েট ব্লু এবং ক্রাস্ট চামড়া শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে সেগুলোর ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। সামগ্রিকভাবে দেখা যায়, কাঁচা চামড়াই উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি।

সারণী-২৪: কাঁচামালের ধরন (একাধিক উত্তর)

ধরন	সংখ্যা	গড়
কাঁচা চামড়া	৫৮	৯৭.০৭%
ওয়েট ব্লু	১০	১৬.৩৯%
ক্রাস্ট	১০	১৬.৩৯%

চার্ট-২৪: কাঁচামালের ধরন

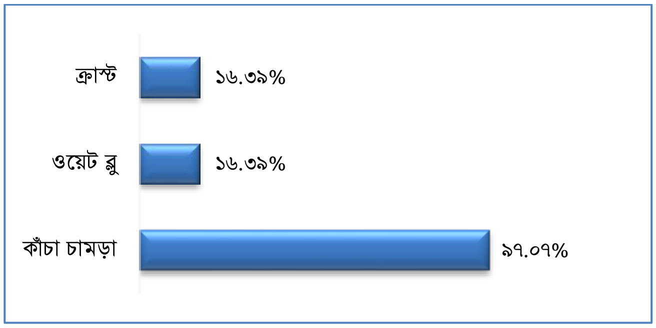

৪.২.২ কারখানায় যে পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়

এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১ জন ট্যানারি মালিকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে দেখা যায়, বাংলাদেশের অধিকাংশ ট্যানারি কাঁচা চামড়া থেকে ওয়েট ব্লু পর্যায় পর্যন্ত প্রসেস করে থাকে। এছাড়া, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ট্যানারি ক্রাস্ট এবং ফিনিশ্ড লেদার পর্যন্ত প্রসেস করে থাকে।

সারণী-২৫ কারখানায় যে পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয় (একাধিক উত্তর)

উৎপাদন পর্যায়	সংখ্যা	শতাংশ
ওয়েট ব্লু	৪৮	৭৮.৬৯%
ক্রাস্ট	৩৫	৫৭.৩৮%
ফিনিশড চামড়া	৩৫	৫৭.৩৮%

চার্ট-২৫: কারখানায় যে পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়

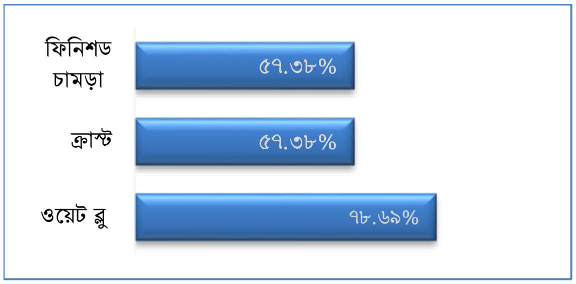

৪.২.৩ উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয় কি না

এই গবেষণায় ৬১ জন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি করে থাকে।

সারণী-২৬: উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৪৩	৭০.৪৯%
না	১৮	২৯.৫১%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-২৬: উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি

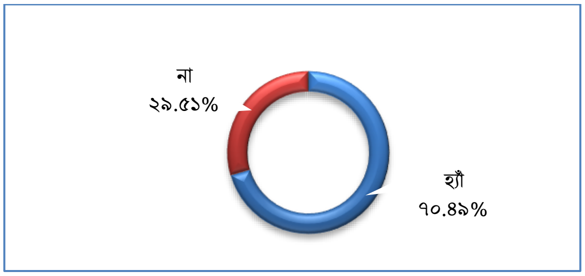

৪.২.৪ কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয়?

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৪৩টি চামড়া রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ চামড়া রপ্তানি করে। এই দেশগুলোর মধ্যে চীন, ভারত, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম এবং হংকং উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও চামড়া রপ্তানি করে থাকে। এই দেশগুলোর মধ্যে ইতালিতে সবচেয়ে বেশি চামড়া রপ্তানি করা হয়।

সারণী-২৭: কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয় (একাধিক উত্তর)

দেশ	সংখ্যা	শতাংশ
<u>এশিয়া মহাদেশ</u>		
চীন	৩৭	(৮৬.০৫%)
ভারত	১৪	(৩২.৫৬%)
জাপান	১২	(২৭.৯১%)
কোরিয়া	৫	(১১.৬৩%)
ভিয়েতনাম	২	(৪.৬৫%)
হংকং	২	(৪.৬৫%)
<u>ইউরোপ মহাদেশ</u>		
ইতালি	১৯	(৪৪.১৮%)
ইংল্যান্ড	৪	(৯.৩০%)
তুর্কি	৪	(৯.৩০%)
পর্তুগাল	৫	(১১.৬৩%)
স্পেন	৬	(১৩.৯৫%)
আমেরিকা	৬	(১৩.৯৫%)

চার্ট-২৭: কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয়

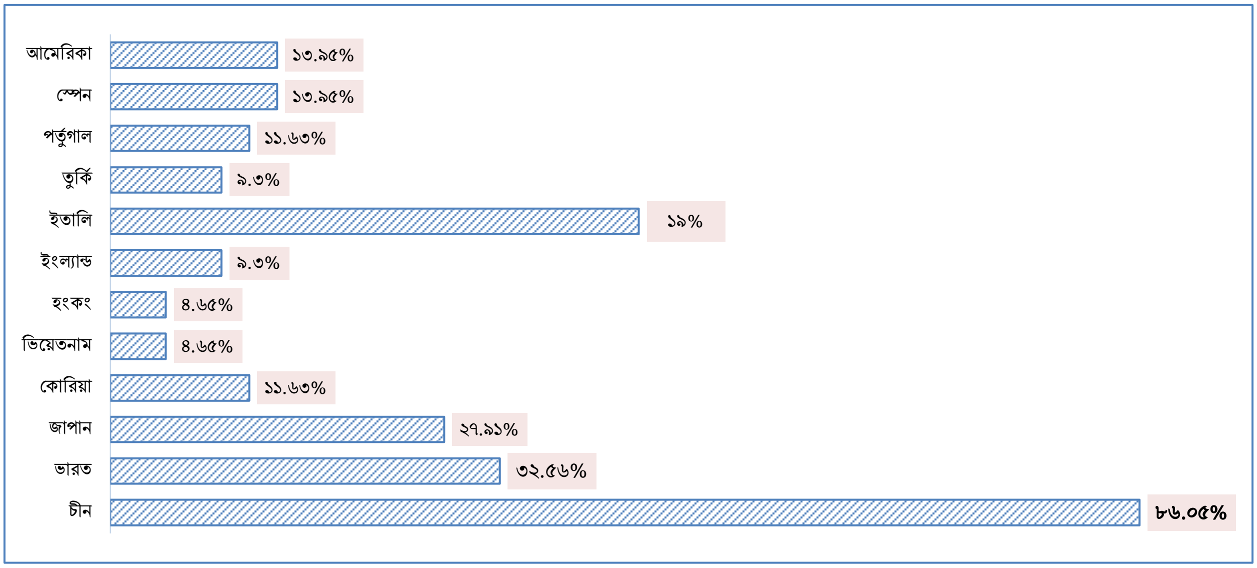

৪.২.৫ কোন ধরনের চামড়া রপ্তানি করা হয়

রপ্তানিকারক ৪৩টি ট্যানারির প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের চামড়া শিল্পে বিভিন্ন ধরণের চামড়ার মধ্যে ক্রাস্ট চামড়া রপ্তানির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি এবং এর পাশাপাশি ফিনিশড চামড়াও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রপ্তানি হয়ে থাকে। রপ্তানিতে ওয়েট ব্লু চামড়ার অংশ তুলনামূলকভাবে খুবই কম।

সারণী-২৮: যে ধরনের চামড়া রপ্তানি করা হয়

চামড়ার ধরন	সংখ্যা	শতাংশ
ওয়েট ব্লু	২	৪.৬৫%
ক্রাস্ট	১৬	৩৭.২১%
ফিনিশড লেদার	১০	২৩.২৬%
ক্রাস্ট এবং ফিনিশড লেদার	১৫	৩৪.৮৮%
মোট	৪৩	১০০%

চার্ট-২৮: যে ধরনের চামড়া রপ্তানি করা হয়

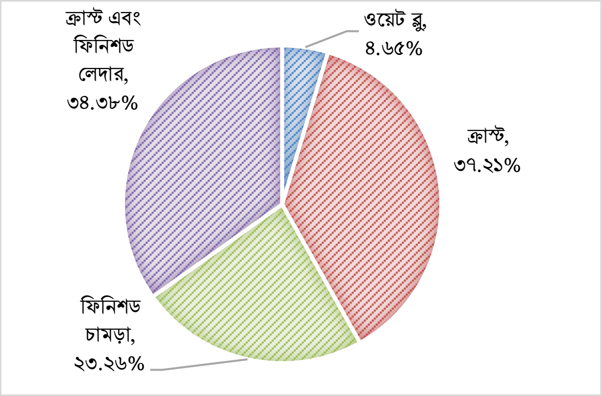

৪.২.৬ কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস

তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঁচামাল ক্রয়বাবদ যে খরচ হয় তার ৫০% স্থানীয় কাঁচামাল (কাঁচা চামড়া, কিছু ট্যানিং উপকরণ) ক্রয় এবং বাকি ৫০% অন্যান্য কাঁচামাল (রাসায়নিক, ডাই) ক্রয়বাবদ খরচ হয়। যারা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যতীত অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করেন তাদের ২২.৯৫% সরাসরি আমদানি করেন এবং বাকি ৭৭.০৫% আমদানিকারক হতে ক্রয় করেন।

সারণী-২৯: কাঁচামালের উৎস

উৎস	সংখ্যা	শতাংশ
সরাসরি আমদানি	১৪	২২.৯৫%
আমদানিকারক হতে ক্রয়	৪৭	৭৭.০৫%

চার্ট-২৯: কাঁচামালের উৎস

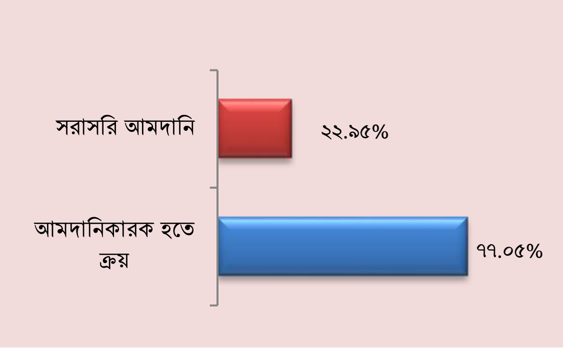

৪.২.৭ বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না

তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৬১টি ট্যানারির মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানে বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই।

সারণী-৩০: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১৯	৩১.১৫%
না	৪২	**৬৮.৮৫%**
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩০: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না

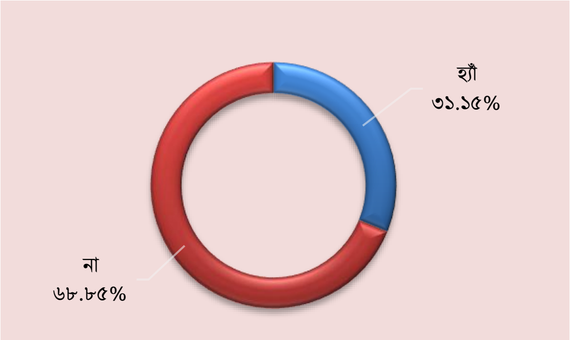

৪.২.৮ যাদের নেই তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের মধ্যে ৯২.৮৬% প্রতিষ্ঠান বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন।

সারণী-৩১: যাদের নেই তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৩৯	**৯২.৮৬%**
না	৩	৭.১৪%
মোট	৪২	১০০%

চার্ট-৩১: যাদের নেই তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

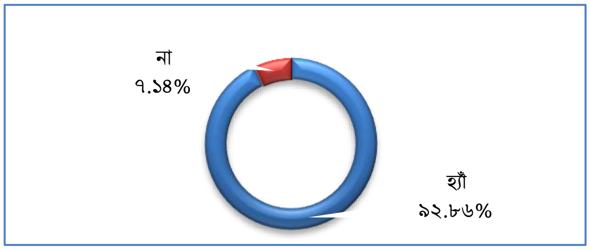

৪.২.৯ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক

তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, লেদার ম্যানুফ্যাকচারারদের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে।

সারণী-৩২: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৫৮	৯৫.০৮%
না	৩	৪.৯২%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩২: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক

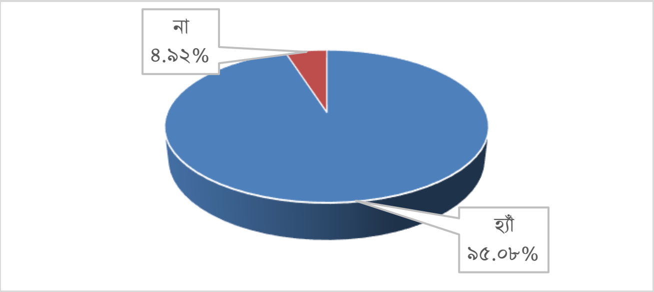

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১টি লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানে মোট ১৪৯১ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে যা গড়ে প্রতি প্রতিষ্ঠানে ২৪ জনের বেশি।

৪.২.১০ চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। বাকি এক-তৃতীয়াংশ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স চামড়া সংরক্ষণে লবণ প্রয়োগে বিলম্ব, পরিবহন সমস্যা, কোল্ড স্টোরেজ না থাকা, পানি ও বিদ্যুতের সংকট, ট্যানারিতে জায়গা স্বল্পতা ইত্যাদি সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন।

সারণী-৩৩: চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	২২	৩৬.০৭%
না	৩৯	৬৩.৯৩%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩৩: চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

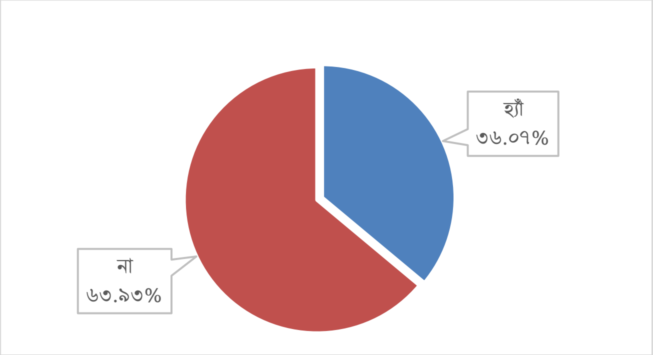

৪.২.১১ কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

ভাল প্রক্রিয়াকরণ, লম্বা সময় ধরে কাঁচামাল সংরক্ষণ এবং ঈদ-উল-আজহার পিক সিজন দীর্ঘায়িত করার জন্য গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৭৮.৬৯% লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা প্রয়োজন মনে করেন। সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়বহুল হওয়ায় বাকি উদ্যোক্তাগণ এটি স্থাপনের প্রয়োজন মনে করেন না।

সারণী-৩৪: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৪৮	৭৮.৬৯%
না	১৩	২১.৩১%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩৪: কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

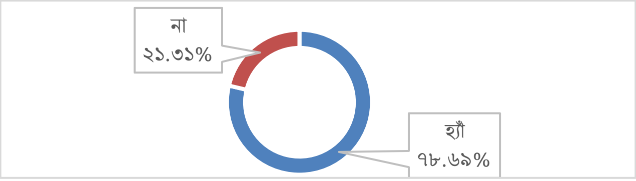

৪.২.১২ বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১টি লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫৫ টি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন কারণে EDF ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণ করছেন না। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- এই EDF ক্রেডিট সুবিধা সম্বন্ধে না জানা, সঠিক নির্দেশনার অভাব এবং পর্যাপ্ত রপ্তানি না থাকা ইত্যাদি।

সারণী-৩৫: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে কি না:

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৬	৯.৮৪%
না	৫৫	**৯০.১৬%**
মোট	**৬১**	**১০০%**

চার্ট-৩৫: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছে কি না:

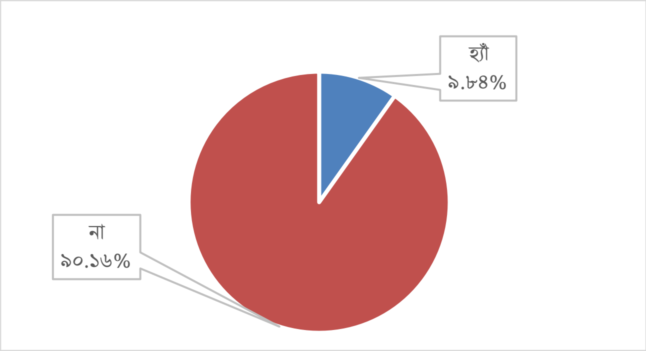

৪.২.১৩ কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১টি লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সঠিক নির্দেশনার অভাব, ব্যবসায়িক মন্দা, ব্যাংক থেকে সুবিধা না দেওয়া ইত্যাদি কারণে কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পাননি।

সারণী-৩৬: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১২	১৯.৬৭%
না	৪৯	**৮০.৩৩%**
মোট	**৬১**	**১০০%**

চার্ট-৩৬: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না

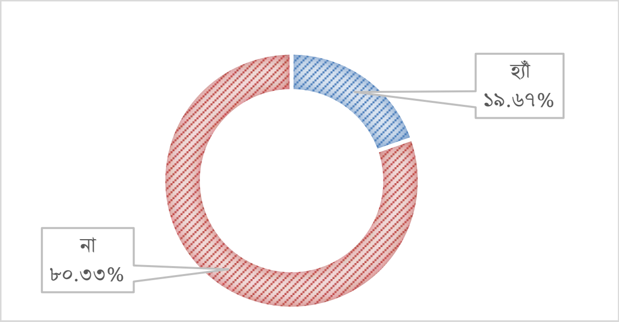

৪.২.১৪ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সঠিক নির্দেশনার অভাব, ব্যবসায়িক মন্দা, ব্যাংক থেকে সুবিধা না দেওয়া, ঋণের আবেদন না করা, প্রয়োজনবোধ না করা ইত্যাদি কারণে সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পাননি।

সারণী-৩৭: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১৫	২৪.৫৯%
না	৪৬	৭৫.৪১%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩৭: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না

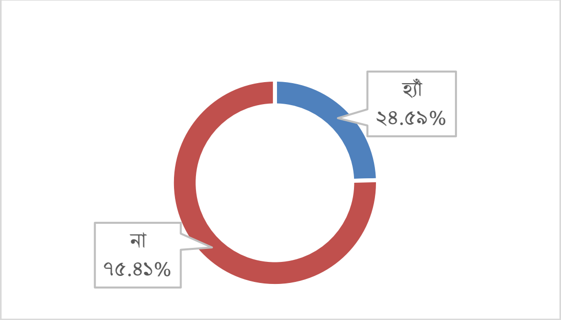

৪.২.১৫ কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারেননি।

সারণী-৩৮: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৬	৯.৮৪%
না	৫৫	৯০.১৬%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩৮: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না

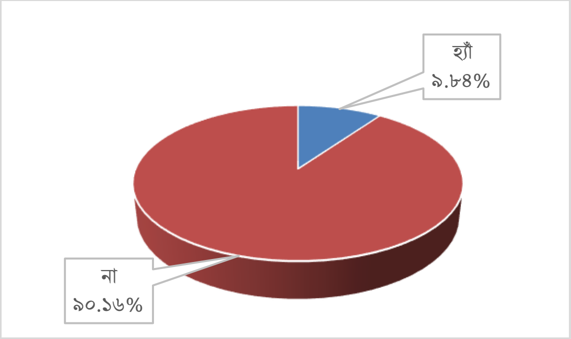

৪.২.১৬ রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৭৩.৭৭% প্রতিষ্ঠান রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমাকে পর্যাপ্ত মনে করেন না।

সারণী-৩৯: রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
না	৪৫	৭৩.৭৭%
হ্যাঁ	১৬	২৬.২৩%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৩৯: রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত কি না

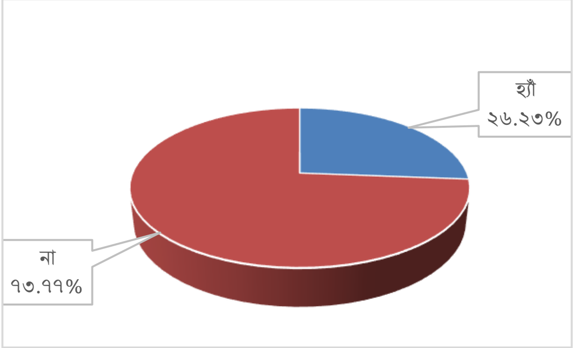

৪.২.১৭ প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১টি লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৭ টি প্রতিষ্ঠানের প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা আনয়নে স্থানীয় পণ্য প্রদর্শনের জন্য বাংলাদেশে আরও চামড়ার এক্সপো/মেলা এবং বিদেশী ক্রেতা আকৃষ্ট করার জন্য লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LWG) সার্টিফিকেশনের প্রয়োজন বলে মনে করেন।

সারণী-৪০: প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১৭	২৭.৮৭%
না	৪৪	৭২.১৩%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৪০: প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না

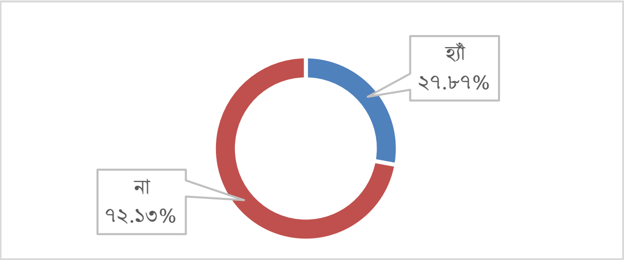

৪.২.১৮ উদ্যোক্তাদের দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

বিদেশী গ্রাহক আকর্ষণ, ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসার ব্র্যান্ড ভ্যালু বৃদ্ধি, শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি কারণে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রায় সকল লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেন।

সারণী-৪১: উদ্যোক্তাদের দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৬০	৯৮.৩৬%
না	১	১.৬৪%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৪১: উদ্যোক্তাদের দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না

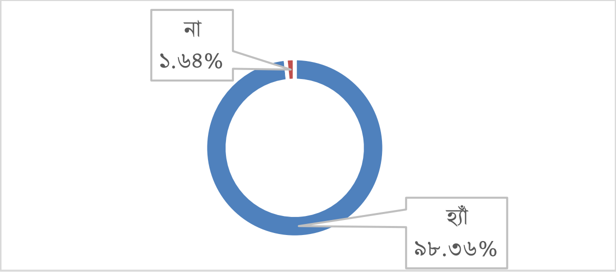

৪.২.১৯ চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না:

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স চামড়া সংগ্রহে কোনো প্রকার বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তবে কিছু উদ্যোক্তা সিন্ডিকেট, লবণের দাম বৃদ্ধি ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধিকে চামড়া সংগ্রহে বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সারণী-৪২: চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৯	১৪.৭৫%
না	৫২	৮৫.২৫%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৪২: চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

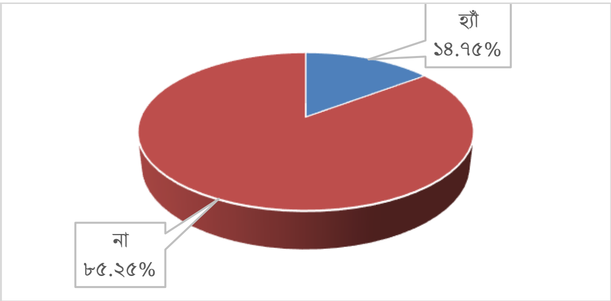

৪.২.২০ প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না। তবে কেউ কেউ ডলার সংকট, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির সংকটকে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সারণী-৪৩: প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১৪	২২.৯৫%
না	৪৭	৭৭.০৫%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৪৩: প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

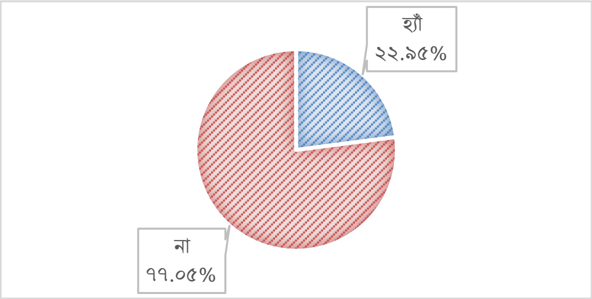

৪.২.২১ চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না?

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মাত্র ৪.৯২% চামড়া পরিবহনে খরচ বৃদ্ধিকে সমস্যা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বাকি ৯৫.০৮% উদ্যোক্তা চামড়া পরিবহণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন না বলে জানান।

সারণী-৪৪: চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	৩	৪.৯২%
না	৫৮	৯৫.০৮%
মোট	৬১	১০০%

চার্ট-৪৪: চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে কি না

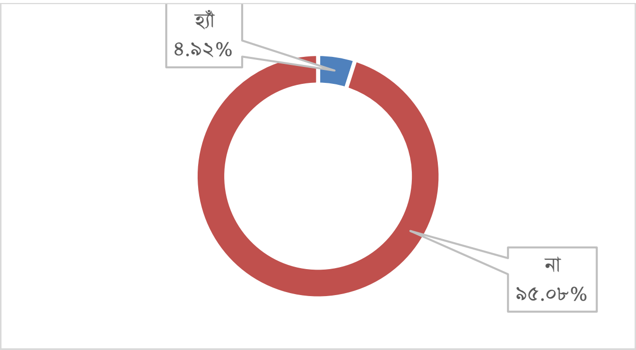

৪.২.২২ কারখানায় উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য হতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করা হয় কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৬১ জন লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান হতে জানা যায় যে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কেউই পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না থাকা, বর্জ্য ধারণের জন্য জায়গার স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য হতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করে না। তবে মাত্র ২ (দুই) জন উদ্যোক্তা ভবিষ্যতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরির পরিকল্পনা আছে মর্মে জানিয়েছেন।

৪.৩.লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাদের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

৪.৩.১ প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য

তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কমপ্লায়েন্স ধরনের ফিনিশড চামড়ার দাম প্রতি বর্গফুট ১৭৫ টাকা, নন-কমপ্লায়েন্ট উৎস থেকে সংগৃহীত ফিনিশড চামড়ার দাম গড়ে ১০০ টাকা এবং আমদানিকৃত ফিনিশড চামড়ার দাম ৩০০ টাকা প্রতি বর্গফুট।

সারণী-৪৫: প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য

ধরন	টাকা (প্রতি বর্গফুট)	গড় টাকা (প্রতি বর্গফুট)
কমপ্লায়েন্স	১০০-২৫০	১৭৫
নন-কমপ্লায়েন্ট	৫০-১৫০	১০০
আমদানি	২০০-৪০০	৩০০

চার্ট-৪৫: প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য

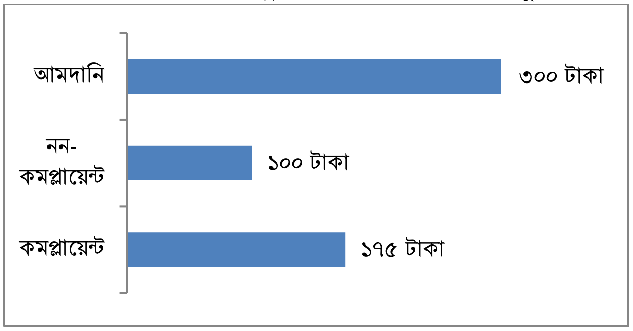

এছাড়া, গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রধান আমদানিকৃত কাঁচামালের মধ্যে রয়েছে সোল, আঠা, বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, মেশ লাইনিং এবং ফিনিশড চামড়া। গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১২৯ (একশত উনত্রিশ) টি লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারাদের তথ্য থেকে দেখা যায়, এ সকল প্রতিষ্ঠানে বছরে প্রায় ৩,৪৫,৩৪২ জোড়া জুতা; ২,০৮,৫৮১ টি ব্যাগ; ৫২,১৬০ টি বেল্ট; ৭২,৬০০ টি ওয়ালেট; ৮,০০০ টি জ্যাকেট; ৩৫,০০০ টি লেডিস পার্স এবং ১,০০,০০০ টি অন্যান্য চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করা হয়।

৪.৩.২ পণ্যের বাজার

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১২৯টি লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের বেশিরভাগ দেশীয় বাজারে বিক্রি হয়। উল্লেখযোগ্য কিছু প্রতিষ্ঠান দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই তাদের পণ্য বিক্রি করে।

সারণী-৪৬: পণ্যের বাজার

পণ্যের বাজার	সংখ্যা	শতাংশ (%)
স্থানীয় বাজার	৮৭	৬৭.৪৪%
রপ্তানি	২৫	১৯.৩৮%
উভয়	১৭	১৩.১৮%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৪৬: পণ্যের বাজার

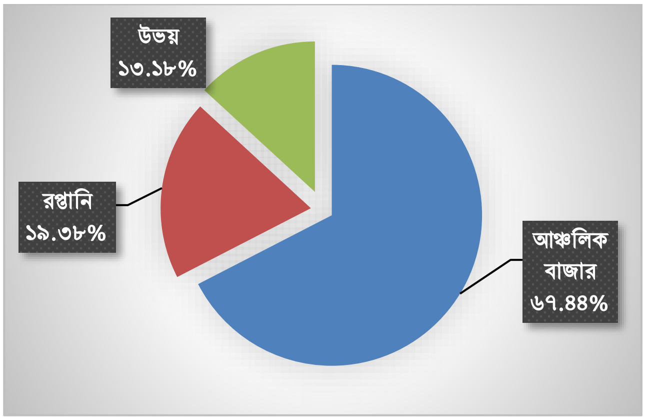

৪.৩.৩ পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের চামড়াজাত পণ্য বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে। যেগুলোর মধ্যে প্রধান রপ্তানি গন্তব্য দেশগুলো হলো জাপান, ইতালি, চীন, ফ্রান্স ও পোল্যান্ড। এ সকল প্রতিষ্ঠান হতে Omiron, Harmony, Walmart, LIDL, Prinmart, ABC mart, MAR, CEO, SSS, HNM, ZARA, Adidas, ITOZI, CALLERS ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত ক্রেতাগণ জুতা ও চামড়াজাত পণ্য কিনে থাকেন। এছাড়া, Bata, Baz, Lotto, Apex, Walker ইত্যাদি দেশীয় বড় ব্রান্ডের ক্রেতাগণও জুতা ক্রয় করে থাকেন।

সারণী-৪৭: পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য

দেশ	সংখ্যা	শতাংশ (%)
জাপান	১৬	১২.৪০%
চীন	১৩	১০.১০%
ভারত	৭	৫.৪০%
রোমানিয়া	১	০.৮০%
ইতালি	১৬	১২.৪০%
কোরিয়া	১	০.৮০%
পোল্যান্ড	৪	৩.১০%
ইউরোপ	৭	৫.৪০%
জার্মানি	৫	৩.৯০%
ফ্রান্স	৯	৭%
মালয়েশিয়া	১	০.৮%

চার্ট-৪৭: পণ্যের রপ্তানি গন্তব্য

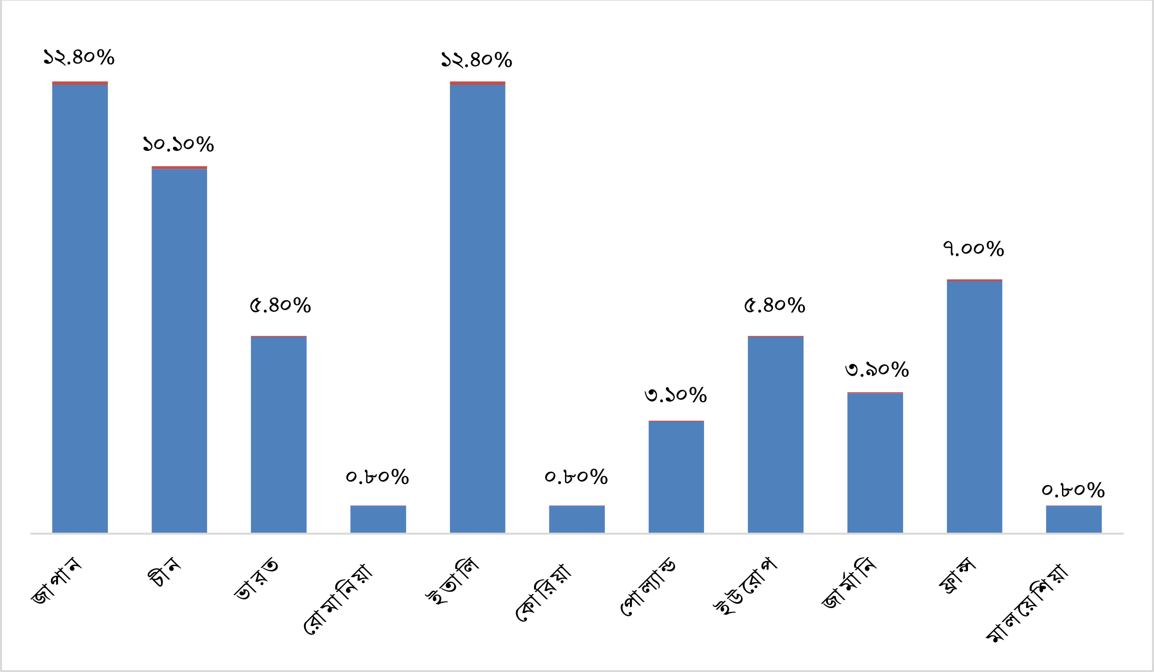

৪.৩.৪ বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোর বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই।

সারণী-৪৮: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	৩৫	২৭.১৩%
না	৯৪	৭২.৮৭%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৪৮: বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না

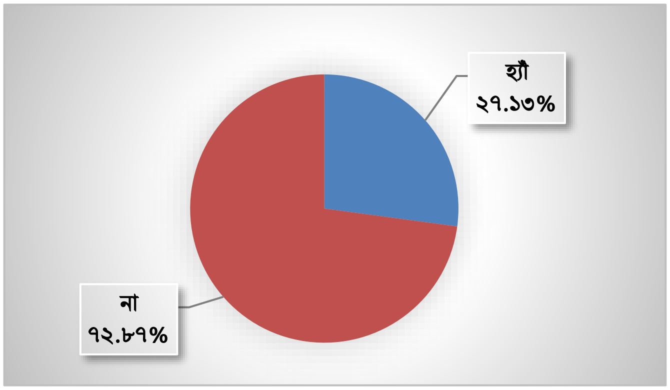

৪.৩.৫ যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ১২৯ টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৯৪ টি প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই। এদের মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ জানিয়েছেন যে, তাদের বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজন নেই।

সারণী- ৪৯: যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	৩৫	৩৭.২৩%
না	৫৯	৬৮.৭৭%
মোট	৯৪	১০০%

চার্ট- ৪৯: যেসকল প্রতিষ্ঠানের বন্ডেড ওয়্যারহাউস নেই তাদের প্রয়োজন রয়েছে কি না

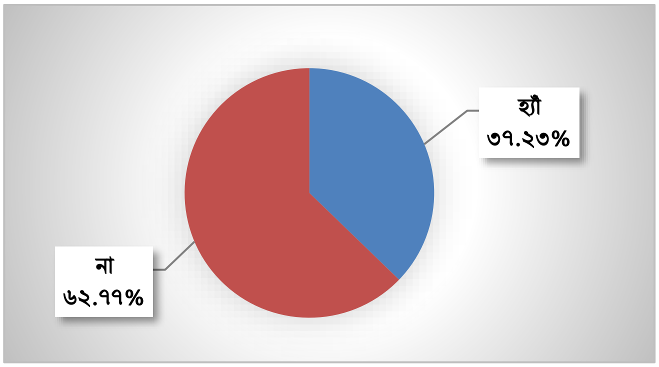

৪.৩.৬ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে।

সারণী-৫০: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১২২	৯৪.৫৭%
না	৭	৫.৪৩%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫০: পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না

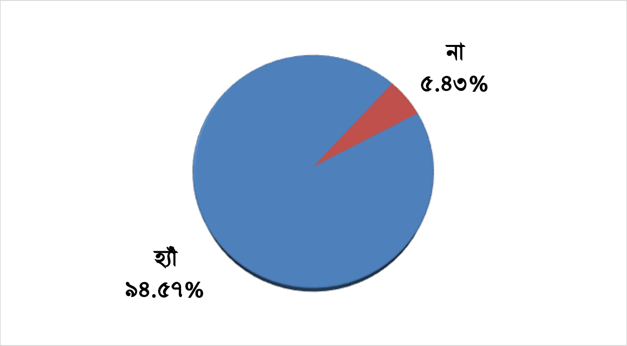

৪.৩.৭ বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছে কি না

বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) এর বিষয়ে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় সেখান থেকে ঋণ নিচ্ছেন না।

সারণী-৫১: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	২৯	২২.৪৮%
না	১০০	৭৭.৫২%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫১: বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছে কি না

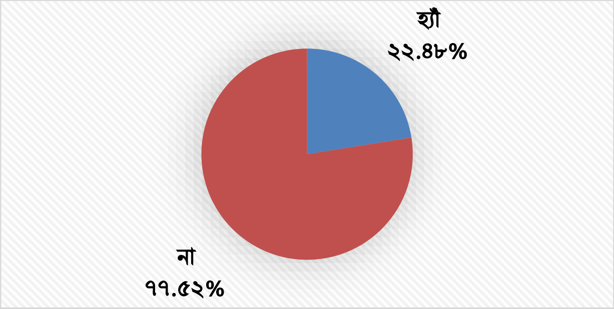

৪.৩.৮ কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না

পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পায়নি।

সারণী-৫২: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১৮	১৩.৯৫%
না	১১১	৮৬.০৫%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫২: কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছে কি না

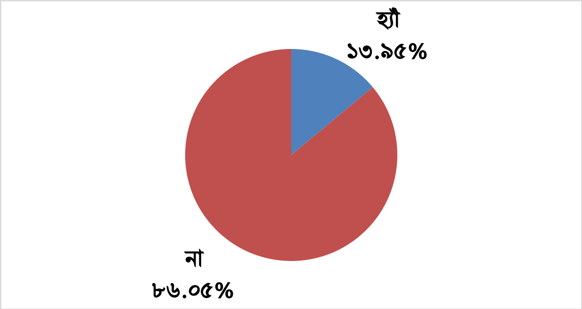

৪.৩.৯ সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৯৩.৮০% লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান তাদের পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পায়নি।

সারণী-৫৩: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	৮	৬.২০%
না	১২১	৯৩.৮০%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৩: সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছে কি না

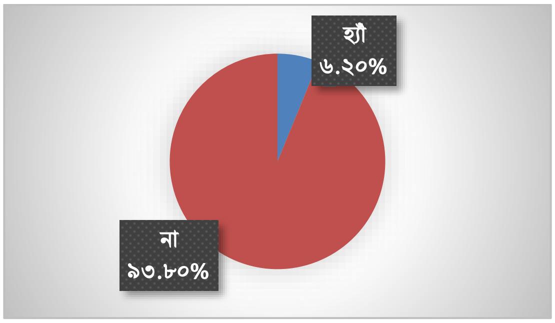

৪.৩.১০ কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না:

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রায় অর্ধেক লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যাক টু ব্যাক এলসি ব্যবহার করতে পারেন না।

সারণী-৫৪: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	৬১	৪৭.২৯%
না	৬৮	৫২.৭১%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৪: কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারে কি না

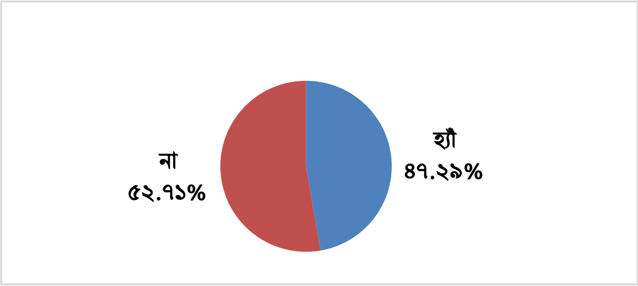

৪.৩.১১ নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, অধিকাংশ লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান নতুন পণ্য ডিজাইন এবং ডেভেলপমেন্ট করে থাকে।

সারণী-৫৫: নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১১৭	৯০.৭০%
না	১২	৯.৩০%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৫: নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট

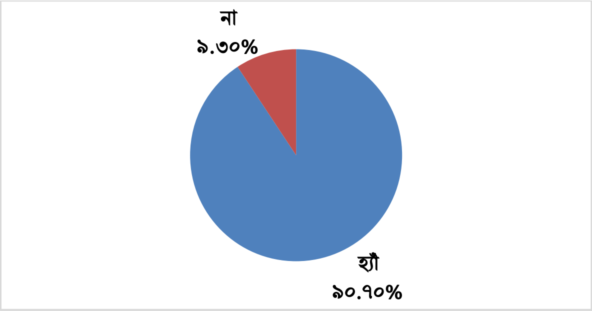

৪.৩.১২ বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী কিছু প্রতিষ্ঠান চীন, ইউরোপ, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় কয়েকটি বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত উৎপাদন ও অংশগ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করেন না। এ সকল প্রতিষ্ঠান বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করতে না পারলেও প্রায় সকলেই মনে করেন ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

সারণী-৫৬: বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১৫	১১.৬৩%
না	১১৪	৮৮.৩৭%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৬: বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ

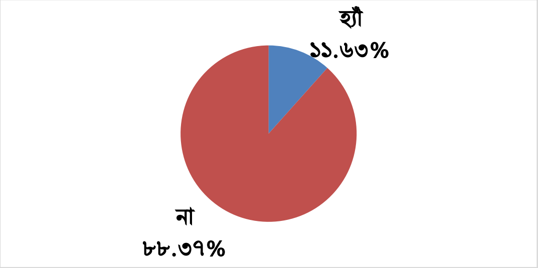

৪.৩.১৩ লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন কি না

এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ৪ টি প্রতিষ্ঠান বাদে বাকি সকলেই উন্নত অবকাঠামো, ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরাপদ উৎপাদন পরিবেশ, শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি কারণে লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য একটি বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন মর্মে মনে করেন।

সারণী-৫৭: লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১২৫	৯৬.৯০%
না	৪	৩.১০%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৭: লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন কি না

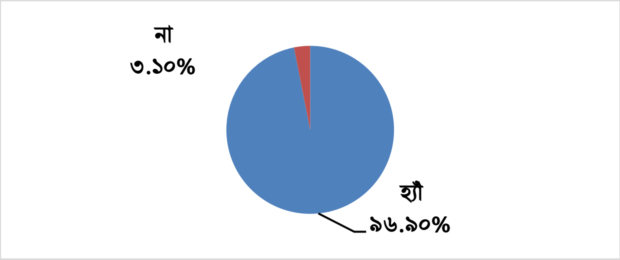

৪.৩.১৪ কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে বাধা রয়েছে কি না

এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ উদ্যোক্তা কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহে কোনো বাধা পান না। সরকারি নীতিমালা, শিপিং সময় ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্সের ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোক্তা কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন।

সারণী-৫৮: কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে বাধা রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	৬	৪.৬৫%
না	১২৩	৯৫.৩৫%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৮: কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে বাধা রয়েছে কি না

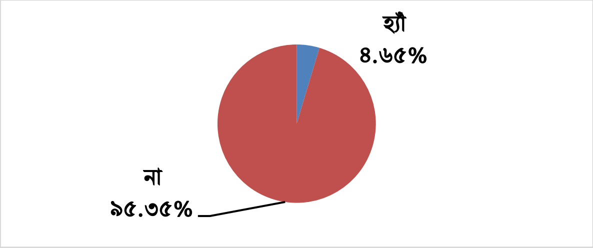

৪.৩.১৫ পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না

এই গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ উদ্যোক্তা পণ্য উৎপাদনে ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হন না।

সারণী-৫৯: পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	৩	২.৩৩%
না	১২৬	৯৭.৬৭%
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৫৯: পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না

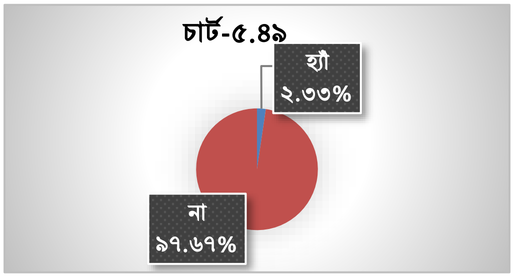

৪.৩.১৬ প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে প্রতিকূলতা রয়েছে কি না

এই গবেষণায় তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স বিষয়ে অবগত নন।

সারণী-৬০: প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে প্রতিকূলতা

উত্তর	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১	০.৭৮ %
না	৩৩	২৫.৫৮ %
অবগত নই	৯৫	৭৩.৬৪ %
মোট	১২৯	১০০%

চার্ট-৬০: প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে প্রতিকূলতা

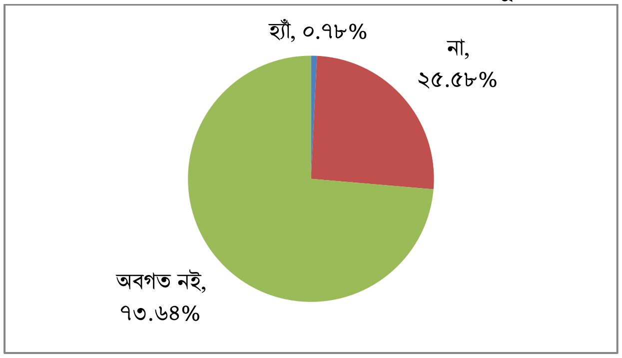

পঞ্চম অধ্যায়

৫.০. চামড়া শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

৫.১. প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় কি না

প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, প্রায় সকল কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী, লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স ও লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করে থাকে।

সারণী-৬১: প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় কি না

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী		লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স		লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১৯২	**৮৭.৩%**	৫৯	**৯৬.৭২%**	৯৪	**৭২.৮৭%**
না	২৮	১২.৭%	২	৩.২৮%	৩৫	২৭.১৩%
মোট	**২২০**	**১০০%**	**৬১**	**১০০%**	**১২৯**	**১০০%**

চার্ট-৬১: প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় কি না

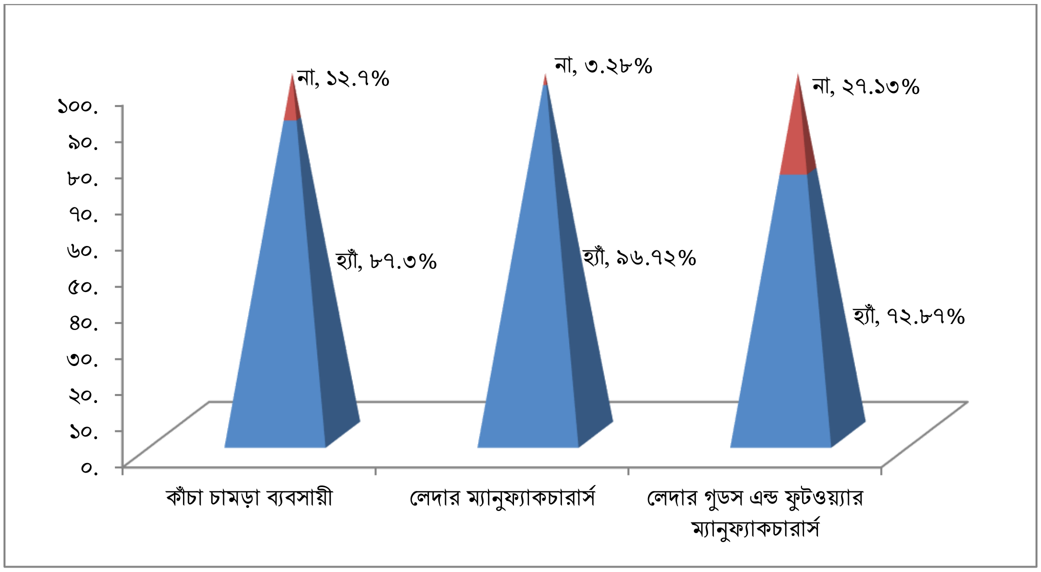

৫.২.প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, বেশিরভাগ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা নেই। তবে অধিকাংশ লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স ও শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক সংখ্যা কম হওয়ার কারণে অবশিষ্ট কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী ও লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্সগণ শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করেনি।

সারণী-৬২: প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী		লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স		লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	২১	৯.৫%	৬১	১০০%	৯৭	৭৫.২০%
না	১৯৯	৯১.৫%	০	০%	৩২	২৪.৮০%
মোট	**২২০**	**১০০%**	**৬১**	**১০০%**	**১২৯**	**১০০%**

চার্ট-৬২: প্রাথমিক চিকিৎসা সুবিধা

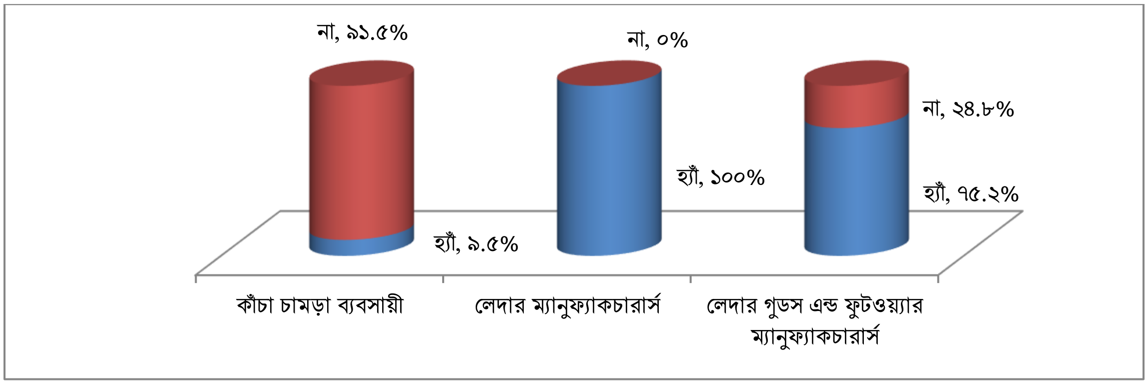

৫.৩. উদ্যোক্তা শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত কি না

গবেষণার প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত নয়। তবে অধিকাংশ লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স ও শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত।

সারণী-৬৩: উদ্যোক্তা শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত কি না

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী		লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স		লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	১৪	৬.৩৬%	৬১	১০০.০%	৯৪	৭২.৮৭%
না	২০৬	৯৩.৬৪%	০	০%	৩৫	২৭.১৩%
মোট	**২২০**	**১০০%**	**৬১**	**১০০%**	**১২৯**	**১০০%**

চার্ট-৬৩: উদ্যোক্তা শ্রম আইন এবং বিধিমালার সাথে পরিচিত কি না

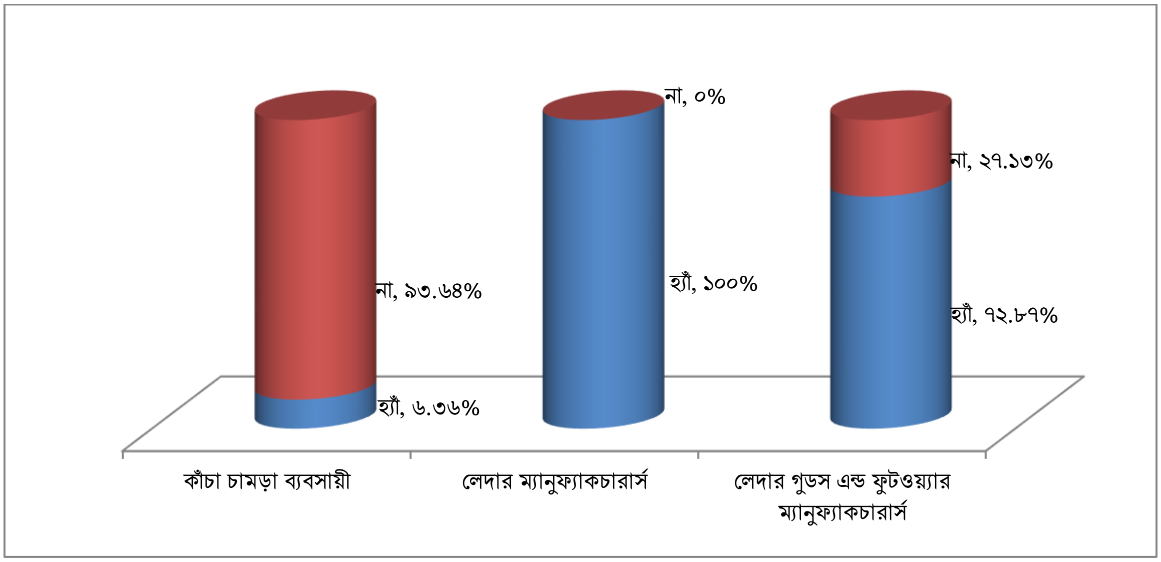

৫.৪. শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে শতভাগ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান নিয়োগপত্র প্রদান করে থাকে। বেশিরভাগ লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে, শতভাগ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান করেনা।

সারণী-৬৪: শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী		লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স		লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	০	০%	৬১	**১০০.০%**	৩২	২৪.৮১%
না	২২০	**১০০.০%**	০	০%	৯৭	**৭৫.১৯%**
মোট	**২২০**	**১০০%**	**৬১**	**১০০%**	**১২৯**	**১০০%**

চার্ট-৬৪: শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান

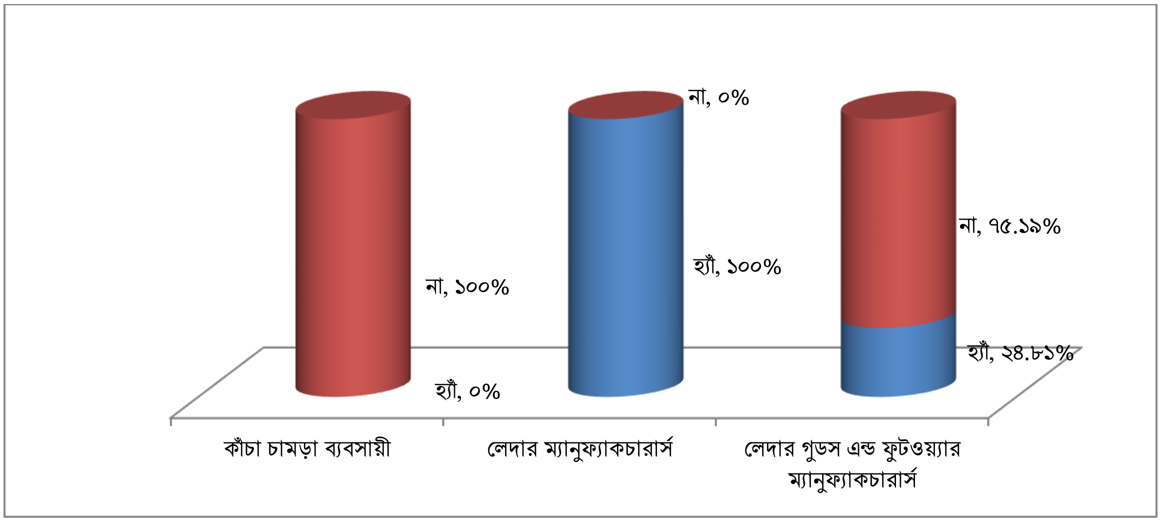

৫.৫.শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, শতভাগ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা নেই। লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানেও শ্রমিকদের জন্য খাবারের সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

সারণী-৬৫: শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী		লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স		লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হ্যাঁ	০	০%	১৬	২৬.২৩%	২১	২২.৩৪%
না	২২০	১০০.০%	৪৫	৭৩.৭৭%	৭৩	৭৭.৬৬%
মোট	২২০	১০০%	৬১	১০০%	৯৪	১০০%

চার্ট-৬৫: শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না

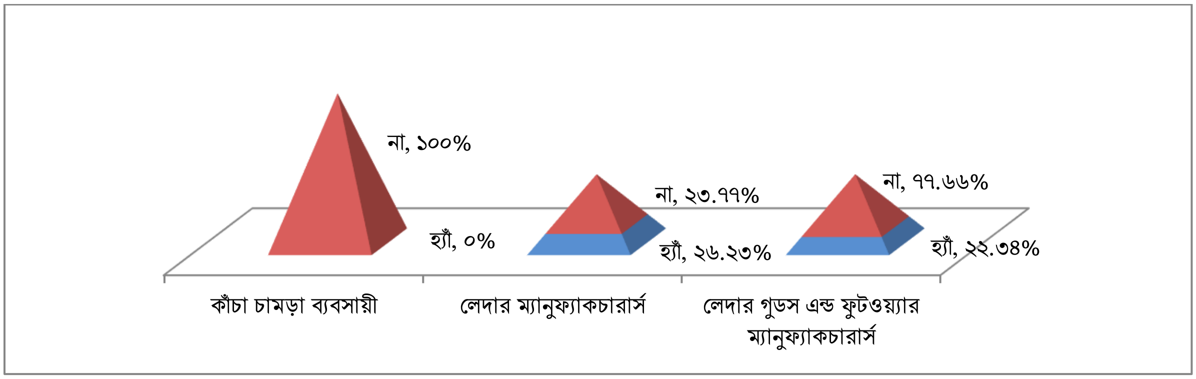

৫.৬. নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুবিধা

কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের মধ্যে কোন নারী শ্রমিক নেই এবং লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি, ব্রেস্ট ফিডিং জোন, পৃথক শৌচাগার সুবিধা ইত্যাদি ব্যবস্থা তেমন একটা থাকেনা। তবে লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রতিষ্ঠানে নারী শ্রমিকদের উপর্যুক্ত কিছু সুবিধা প্রদান করা হয়।

সারণী-৬৬: নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুবিধা

উত্তর	কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী		লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স		লেদার গুডস এন্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স	
	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)	সংখ্যা	শতাংশ (%)
হয় না	০	০%	০	০%	১০	৭.৭৫%
মাতৃত্বকালীন ছুটি	০	০%	০	০%	৪৭	৩৬.৪৩%
ব্রেস্ট ফিডিং জোন	০	০%	০	০%	৭	৫.৪২%
ভাতার সমতা	০	০%	১	১.৬৩%	৪৭	৩৬.৪৩%
পৃথক শৌচাগার সুবিধা	০	০%	১	১.৬৩%	৪৭	৩৬.৪৩%

চার্ট-৬৬: নারী শ্রমিকদের প্রদত্ত সুবিধা

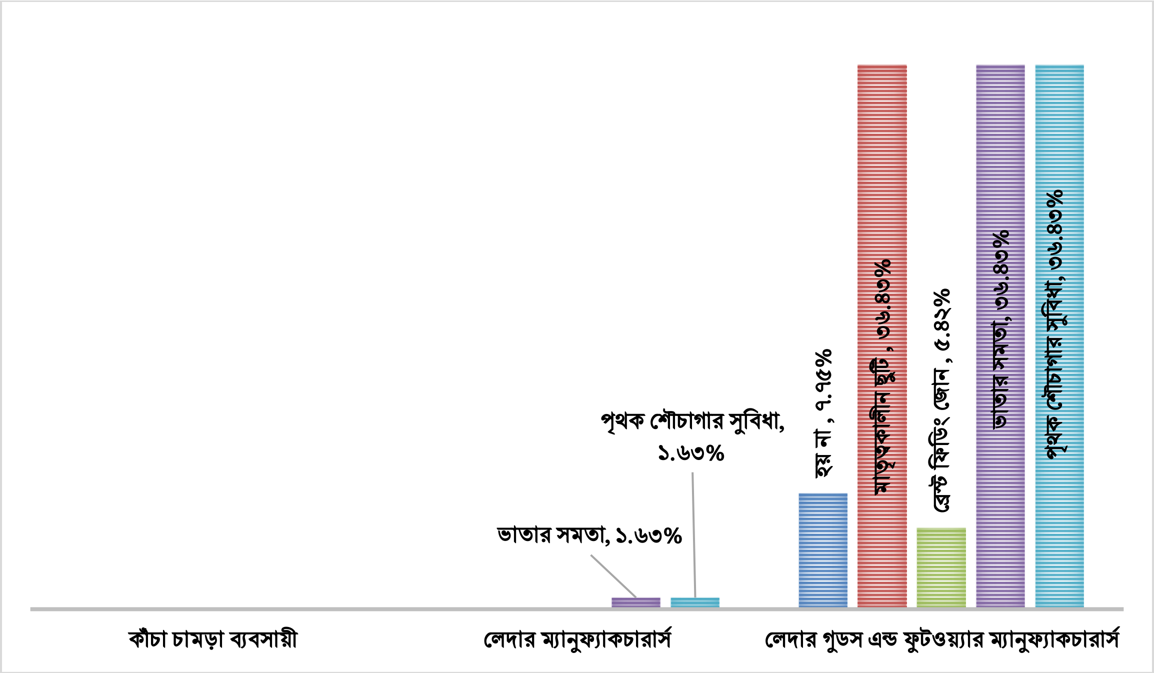

ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০. চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য চামড়া ব্যবসায়ীদের মতামত

৬.১. চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে মতামত

চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য বিনিয়োগ/অর্থায়ন, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা, কমপ্লায়েন্স মেনে চলা প্রভৃতিকে অধিকাংশ চামড়া ব্যবসায়ী গুরুত্বপূর্ণ বলে মতামত দিয়েছেন। কাঁচা চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্তর্গত ট্যানারি মালিকগণের দ্রুত অর্থপ্রদান, কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা, বাজার পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি ধাপে উন্নতির সুযোগ রয়েছে বলে অধিকাংশ ব্যবসায়ী মতামত দেন। এক্ষেত্রে লেনদেনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, শিল্প লবণের মূল্য হ্রাস, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে অধিকাংশ ব্যবসায়ী একমত হন। লেনদেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, গতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, ট্যানারি মালিকগণ কর্তৃক বকেয়া অর্থ পরিশোধ, যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে চামড়া শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে অধিকাংশ চামড়া ব্যবসায়ী মতামত প্রদান করেন।

৬.২. চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মতে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বিনিয়োগ/অর্থায়ন, আইন/বিধি প্রতিপালন ও উৎপাদনশীলতা। এর পাশাপাশি সরবরাহ ব্যবস্থা, ব্র্যান্ডিং/মার্কেটিং ও কমপ্লায়েন্সকেও গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।

সারণী-৬৭: চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়	কম	মোটামুটি	অধিক
	সংখ্যা ও শতাংশ	সংখ্যা ও শতাংশ	সংখ্যা ও শতাংশ
বিনিয়োগ/অর্থায়ন	৫ (১.২২%)	৩৮ (৯.২৭%)	৩৬৭ (৮৯.৫১%)
সরবরাহ ব্যবস্থা	১৭ (৪.১৫%)	৮১ (১৯.৭৬%)	৩১২ (৭৬.১%)
ব্র্যান্ডিং/মার্কেটিং	৪৩ (১০.৪৯%)	৯৭ (২৩.৬৬%)	২৭০ (৬৫.৮৫%)
কমপ্লায়েন্স	৭৪ (১৮.০৫%)	৭১ (১৭.৩২%)	২৬৫ (৬৪.৬৩%)
উৎপাদনশীলতা	১৫ (৩.৬৬%)	৫৬ (১৩.৬৬%)	৩৩৯ (৮২.৬৮%)
আইন/বিধি প্রতিপালন	৩ (০.৭৩%)	৫১ (১২.৪৪%)	৩৫৬ (৮৬.৮৩%)

চার্ট-৬৭: চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

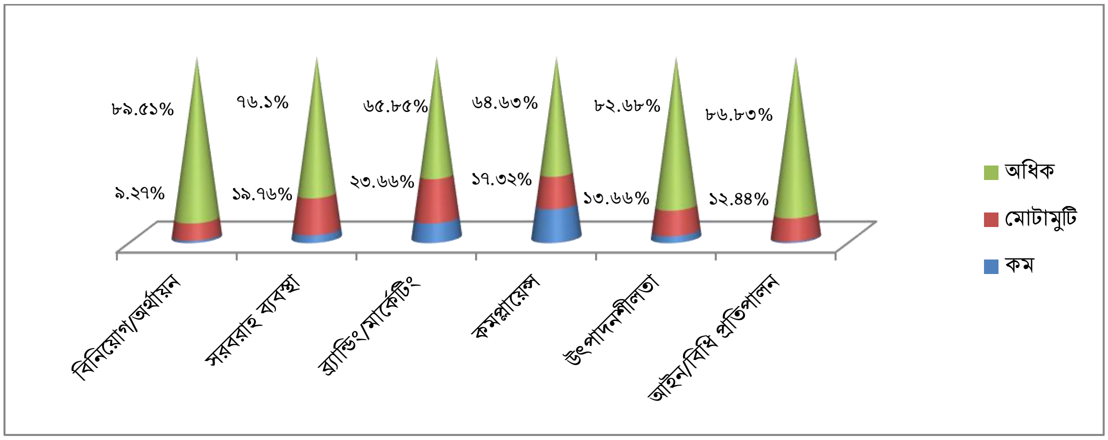

৬.৩. কাঁচা চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খলে নিম্ন ধাপসমূহে উন্নতির জায়গা আছে বলে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীগণ মনে করেন:

- ট্যানারি মালিকের কাছ থেকে দ্রুত অর্থ প্রদান;
- কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য কুঁড়েঘরগুলোকে টিনশেড ঘরে রূপান্তর;
- বাজার পর্যবেক্ষণ;
- কসাইদের প্রশিক্ষণ;
- সময়মতো লবণ প্রয়োগ;
- কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা;
- সরকারি ঋণ সুবিধা;
- পর্যাপ্ত লবণ সরবরাহ;
- কমপ্লায়েন্স অনুসরণ।

৬.৪. চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন কি না

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উদ্যোক্তা চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন মনে করেন।

সারণী-৬৮: চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	২৬২	৬৩.৯
না	১৪৮	৩৬.১
মোট	৪১০	১০০

চার্ট-৬৮: চামড়া শিল্পের উন্নয়নের জন্য কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন কি না

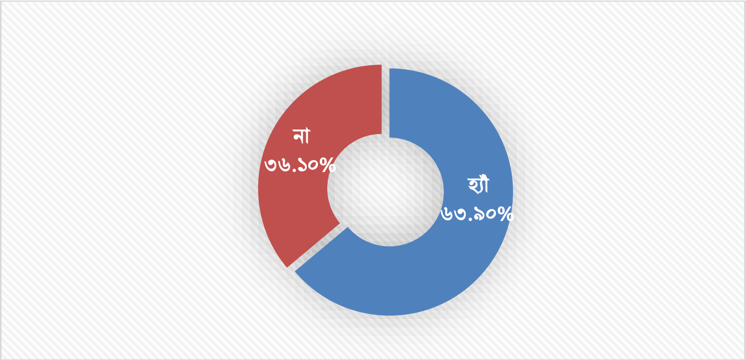

৬.৫. চামড়া শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে মতামত

- কসাইদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রয়োজন;
- সঠিক মূল্য নির্ধারণ করে লবণ ক্রয়-বিক্রয় করা;
- কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ করার জন্য ভালো পরিবেশ প্রয়োজন;
- উৎপাদনশীলতা বাড়াতে শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী হওয়া উচিত;
- সরকারি প্রণোদনা, ইটিপি, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ডব্লিউটিপি সুবিধা প্রয়োজন;
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পিপিই সরবরাহ, অগ্নি নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ;

- কারখানার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা বরাদ্দ পাওয়া;
- বর্জ্য পরিশোধন, সিইটিপি, সরকারের মাধ্যমে চিকিৎসা সুবিধা, হোটেল সুবিধা, ব্যাংকিং সুবিধা ও
- কম সুদে ঋণ, সরকারি প্রণোদনা।

৬.৬. চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে মতামত

- সময়মত অর্থ প্রদান, সুষ্ঠু লেনদেন, নিরাপত্তা বীমা;
- সরকার কর্তৃক চামড়া ব্যবসায়ীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান;
- স্বল্প সুদে ঋণ প্রয়োজন;
- শিল্প এলাকা প্রয়োজন;
- ইটিপি স্থাপনযোগ্য কারখানায় বাধ্যতামূলকভাবে ইটিপি স্থাপন;
- কোল্ড স্টোরেজ, পানির সমস্যা সমাধান, পর্যাপ্ত রাসায়নিক সরবরাহ;
- ট্যানারি মালিক এবং সরকারের যৌথ উদ্যোগে হাসপাতাল;
- এলডব্লিউজি অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধা, কেমিক্যাল ল্যাব স্থাপন;
- সহজে লাইসেন্স প্রাপ্তি ও
- বাজার পর্যবেক্ষণ।

৬.৭. কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ কি না

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ব্যবসায়ী (৬৪.৮৮%) মনে করেন কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ। অবশিষ্ট ৩৫.১২% ব্যবসায়ীর অর্ধেক সংখ্যক জানিয়েছেন যে, সেটা ৫০-৬০ টাকা প্রতি বর্গফুট হতে পারে।

সারণী-৬৯: কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ কি না

মতামত	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	২৬৬	৬৪.৮৮
না	১৪৪	৩৫.১২
মোট	৪১০	১০০

চার্ট-৬৯: কাঁচা চামড়ার ক্রয় বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ যথাযথ কি না

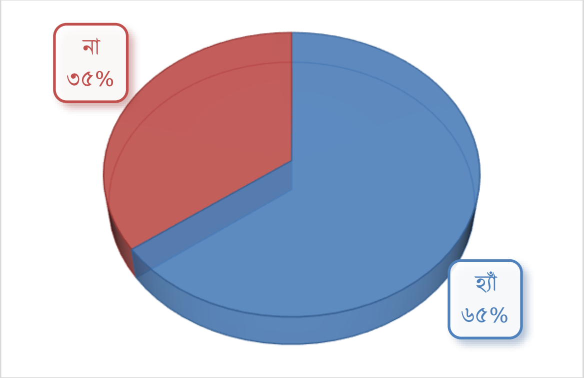

৬.৮. কাঁচা চামড়ার সঠিক দাম পেতে সরকারের করণীয়

কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের দাবি অনুযায়ী, বাজারে সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা এবং লবণের সরবরাহ সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা উচিত। ট্যানারি মালিকদের সাথে সঠিক নগদ লেনদেন নিশ্চিত করতে সরকারের পদক্ষেপ প্রয়োজন। সরকারের সহায়তায় সিন্ডিকেট ভাঙ্গা এবং নির্ধারিত দামে চামড়া কেনা-বেচা নিশ্চিত করা। এছাড়া, রপ্তানি ও ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা, চামড়া সংরক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার ও পেশাদার কর্মী নিয়োগ, বাজার পর্যবেক্ষণ ও ঋতুভিত্তিক লেনদেনের নজরদারি, ঈদুল আজহার সময় ট্যানারি মালিকদের নির্ধারিত সময়ে কাঁচা চামড়া সংগ্রহের আদেশ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

৬.৯. ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না

সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ চামড়া ব্যবসায়ী (৯৩.৬৬%) ট্রেড লাইসেন্স এবং অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হননি। তবে, দ্রুত ও সহজে সেবা পাওয়া, লাইসেন্স নবায়নের জটিলতা নিরসনের বিষয়ে অবশিষ্ট ব্যবসায়ীগণ সরকারের পদক্ষেপ আশা করেন।

সারণী-৭০: ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না

অবস্থান	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	২৬	৬.৩৪
না	৩৮৪	৯৩.৬৬
মোট	৪১০	১০০

চার্ট-৭০: ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারী নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না

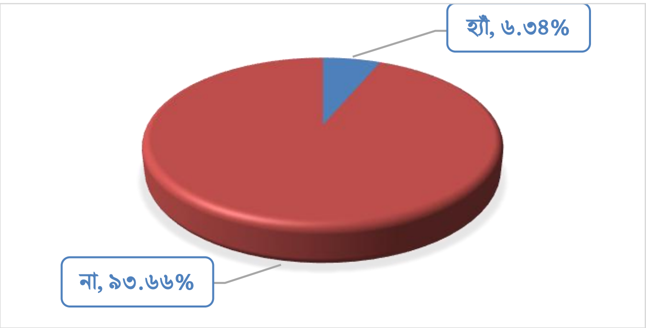

৬.১০. চামড়া শিল্প উন্নয়ন নীতি-২০১৯ সম্পর্কে ধারণা রয়েছে কি না

গবেষণায় দেখা যায়, প্রায় শতভাগ উত্তরদাতাই (৯৯.২৩%) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৯ সম্পর্কে অবগত নন।

৬.১১. চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না

গবেষণালব্ধ তথ্য হতে জানা যায়, অধিকাংশ ব্যবসায়ী মনে করেন চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা অপর্যাপ্ত। এক্ষেত্রে, কম সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ, স্বল্পমেয়াদী কম সুদের ঋণ, চামড়া ক্রয়ের সময় ঋণ সহায়তা ও কর হার কমানো ইত্যাদি সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

সারণী-৭১: চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না

আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না	সংখ্যা	শতাংশ
হ্যাঁ	১৫০	৩৬.৫৯
না	২৬০	৬৩.৪১
মোট	৪১০	১০০

চার্ট-৭১: চামড়া শিল্প খাতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক সুবিধা যথেষ্ট কি না

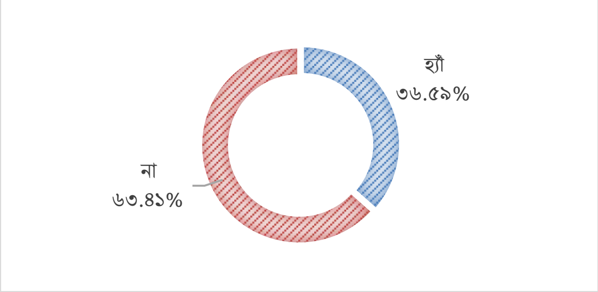

সপ্তম অধ্যায়

৭.০. উপসংহার ও সুপারিশমালা

৭.১. সুপারিশমালা

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ উত্তরণের জন্য এবং সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তার জন্য কিছু বাস্তবসম্মত সুপারিশ নিচে তুলে ধরা হলো:-

- স্বল্প সুদে চামড়া শিল্প খাতের উদ্যোক্তাদের ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিশেষ করে, মৌসুমী কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের ইদ উল আজহার পূর্বে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ইদ উল আজহার সময় কাঁচা চামড়ার অতিরিক্ত সরবরাহ থাকায় নষ্ট হওয়া প্রতিরোধে জেলা পর্যায়ে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- এতিমখানা, মাদ্রাসা ও লিল্লাহ বোর্ডিং এ ইদ উল আজহার সময় সংগৃহীত কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য বিনামূল্যে সরকারি উদ্যোগে লবণ সরবরাহ করা যেতে পারে।
- পশু জবাইয়ের পরপরই যাতে কাঁচা চামড়ায় সঠিক পদ্ধতিতে লবণ প্রয়োগ করা হয় সে বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য প্রচারণা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।
- কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে জড়িত শ্রমিকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- ইদ উল আজহার সময় লবণের দাম যাতে বৃদ্ধি না পায় এবং বাজারে লবণের যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সরকারি বিভিন্ন আর্থিক সুবিধা, প্রণোদনা বা স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা ইত্যাদির বিষয়ে সভা-সেমিনার আয়োজন করে বা অন্য যেকোনো প্রচার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের অবগত করা যেতে পারে।
- চামড়া শিল্পের হাব/ক্লাস্টার চিহ্নিত করে কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ীদের জন্য চামড়া সংরক্ষণের স্থান নির্মাণ, ট্যানারি এবং লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার কারখানার জন্য বিশেষায়িত শিল্পনগরী স্থাপন করা যেতে পারে।
- বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকায় পানি, গ্যাস ও বিদ্যুতের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকার সিইটিপিকে শতভাগ কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিল্পনগরীতে যেসকল শিল্প ইউনিট নিজস্ব ইটিপি নির্মাণের অনুমোদন পেয়েছে সেসকল প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত ইটিপি নির্মাণ করার বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে।
- বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।
- চামড়া শিল্প খাতে শ্রমিকদের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখতে শ্রম আইন এবং বিধিমালার বিষয়ে সভা-সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে এ খাতের উদ্যোক্তাদের সচেতন করা যেতে পারে।
- চামড়া শিল্প খাতে কর্মরত নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি, ব্রেস্ট ফিডিং জোন, পৃথক শৌচাগার সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- ট্রেড লাইসেন্স ও অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রক্রিয়া সহজ করা এবং চামড়া উন্নয়ন নীতিমালার বিষয়ে উদ্যোক্তাদের অবগত করা যেতে পারে।
- শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ফার্স্ট এইড সুবিধা, নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা, ঝুঁকিহীন ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ, শ্রমিকদের নিয়োগ বিধিমালা ও চাকুরীর শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ হচ্ছে কিনা তা নজরদারি করা যেতে পারে।

- শিল্প মালিক, কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী শ্রমিক, পশু জবাইকারী কসাই অধিকাংশের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেই। বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের গুণমান বৃদ্ধির জন্য চামড়া উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের ব্র্যান্ডিং ও বিপণনের জন্য বিদেশে আয়োজিত বিভিন্ন চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য প্রদর্শনী/মেলায় এদেশের উদ্যোক্তাদের সরকারি খরচে প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- চামড়া শিল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের BIDA বা বিসিকের মত সরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিল্প নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করার বিষয়টি চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উন্নয়ন নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ট্রেড লাইসেন্স, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র সহ অন্যান্য লাইসেন্স প্রদানে যাতে অহেতুক কালক্ষেপণ না হয় সেদিকে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও সচেতন হতে হবে।
- চামড়া শিল্প খাতে বিনিয়োগ এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা, কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা ও সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।
- দেশের অর্থনীতি বিকাশের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক খাতের মত চামড়া শিল্পেও ব্যাক টু ব্যাক এলসি, বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধাসহ অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিৎ করা যেতে পারে।

৭.২. উপসংহার

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি, রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মূল্য সংযোজনের নিরিখে চামড়া শিল্প একটি অপার সম্ভাবনাময় খাত। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এ খাত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তবে দেশের চামড়া প্রক্রিয়াকরণ ও পণ্য উৎপাদনে কমপ্লায়েন্স এর অভাব এবং আরও বেশ কিছু সমস্যা থাকায় চামড়া শিল্প পুরপুরি বিকশিত হতে পারেনি। পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা চামড়ার যোগান থাকা সত্ত্বেও চামড়া শিল্প থেকে বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি আয় অর্জন করতে না পারার বিষয়টি উদ্বেগজনক। সুতরাং বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই শিল্পের চ্যালেঞ্জগুলো কী কী রয়েছে এবং সেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারদের করণীয়গুলো বের করা অতীব জরুরী ছিল; যা "**বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়**" শীর্ষক গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। পরিশেষে বলা যায়, এই গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করার মাধ্যমে সরকারের কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি আয় অর্জনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Akter, Asmin."Factors Affecting International Marketing of Leather Goods of Bangladesh". (2019).
২. Anthony D. Covington, Tanning Chemistry: The Science of Leather, Royal Society of Chemistry, 2009
৩. Bangladesh's Leather Industry: Local Production Networks in the Global Economy (Springer Geography) 1st ed. 2015 Edition by Joseph Strasser (Author)
৪. BSCIC Act. 1957. The Bangladesh Smal and Cottage Industries Corporation Act, 1957, East Pakistan Act no. XVII, 1957.
৫. Gain, Philip, Leather Industry: Environmental Pollution and Mitigation Measures, Society for Environment and Human Development, 1999
৬. Grand View Research. "Leather Goods Market Size, Share & Trends Analysis Report By Type (Genuine Leather, Synthetic Leather, Vegan Leather), By Product (Footwear, Home Décor & Furnishing), By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030". (2022).
৭. Hong, Soon Chan, Developing the Leather Industry in Bangladesh, November 2018
৮. Human Rights Watch. "Toxic Tanneries: The Health Repercussions of Bangladesh's Leather". (2012).
৯. Institute, AKTRIN Research. The UK market for leather upholstery. High Point, N.C: AKTRIN Research Institute; and Business and Research Associates, 1999.
১০. Kumar, Subas C, 1997, Indian Leather Industry: Growth, Productivity, and Export Performance. New Delhi: APH Pub. Corp, 1997.
১১. Moktadir, Md Abdul, Towfique Rahman, Md Hafizur Rahman, Syed Mithun Ali, and Sanjoy Kumar Paul. "Drivers to sustainable manufacturing practices and circular economy: A perspective of leather industries in Bangladesh". (2018).
১২. National Industrial Policy 2016, Ministry of Industry, People's Republic of Bangladesh, 2016.
১৩. National Productivity Organization. "Bangladesh Leather Sector: Conditions, Challenges and Countermeasure". (2019).
১৪. Rabby, Fajlea, Leather industry and its future in Bangladesh, 2017
১৫. ড. রঙ্গলাল সেন, ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম, নাসরিন সুলতানা, সম্পা দাস, ২০১৭, সামাজিক গবেষণা (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-অন্বেষণ পদ্ধতি-কৌশল, মাতৃভূমি প্রকাশনী, ২০১৭।
১৬. ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইফতেখাররাসুল, নাসরিন সুলতানা, ২০১৭, সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭।
১৭. বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৩
১৮. রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পকেট পরিসংখ্যান-২০২২

পরিশিষ্ট-ক

তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র

শিল্প মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ

গবেষণা শাখা

৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

www.bscic.gov.bd

"বাংলাদেশের চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র

[সংগৃহীত তথ্য শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে]

☐ কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী ☐ লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স ☐ লেদার গুডস এবং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স

(ক) সাধারণ তথ্য

১। প্রতিষ্ঠানের নাম: ঠিকানা:

২। উদ্যোক্তার নাম: লিঙ্গ: ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ তৃতীয়

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা:

৪। চামড়া খাতে ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা: ____________বছর

৫। উত্তরদাতার নাম: পদবি: মোবাইল নং:

৬। মালিকানার ধরন: ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারিত্ব ☐ লিমিটেড কোম্পানি

৭। মোট বিনিয়োগ কত? ____________________ টাকা

৮। বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস কী? ☐ নিজস্ব_________% ☐ ঋণ_________%

ঋণ গ্রহণ করা হলে ঋণের উৎস কী? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

☐ ব্যাংক, সুদের হার ________% ☐ এনজিও, সুদের হার ________% ☐ মহাজন, সুদের হার ________%

৯। কর্মরত মোট জনবল: ____________জন,

- পুরুষ জন, নারী জন, তৃতীয় লিঙ্গ জন,
- ম্যানেজমেন্ট জন, ম্যানেজমেন্টে নারী জন

১০। কর্মরত জনবলের ধরন:

- দক্ষ জন; আধা দক্ষ জন, অদক্ষ জন

১১। কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির ধরন:

- মোট শ্রমিক জন; স্থায়ী শ্রমিক জন; অস্থায়ী শ্রমিক জন; মৌসুমি শ্রমিক জন

১২। কোনো প্রতিষ্ঠানের অধীনে আপনার প্রতিষ্ঠানের শিল্প নিবন্ধন রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

'হ্যাঁ' হলে কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে নিবন্ধিত? ☐ বিসিক ☐ BIDA ☐ ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন

১৩। আপনার প্রতিষ্ঠান কোনো প্রতিষ্ঠান হতে IRC এবং ERC সুপারিশ গ্রহণ করেছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'হ্যাঁ' হলে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে সুপারিশ গ্রহণ করেছেন? ☐ বিসিক ☐ BIDA ☐ অন্যান্য________________

১৪। আপনার প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যবসায়িক সংগঠনের সদস্যপদ রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'হ্যাঁ' হলে সংগঠনের নাম কী? ____

(খ) চামড়া শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

কাঁচা চামড়া ব্যবসায়ী

১৫। কোন উৎস থেকে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করেন? ☐ স্থানীয় বাজার ☐ ফড়িয়া ☐ কসাইখানা ☐ এতিমখানা/মাদ্রাসা ☐অন্যান্য

১৬। ঈদুল আজহা ব্যতীত অন্যান্য সময় গড়ে দৈনিক ক্রয়কৃত চামড়ার পরিমাণ কত?
☐ গরু/মহিষ ________________টি ☐ ছাগল/ভেড়া ________________টি

১৭। ঈদুল-আজহার সময় ক্রয়কৃত চামড়ার পরিমাণ কত?
☐ গরু/মহিষ ________________টি ☐ ছাগল/ভেড়া ________________টি

১৮। কোন ধরনের চামড়া ক্রয় করেন? ☐ লবণযুক্ত ☐ লবণছাড়া ☐ উভয়

১৯। প্রতিটি কাঁচা চামড়ার গড় ক্রয়মূল্য কত?

চামড়ার ধরন	ঈদুল আজহা কালীন (টাকা)	ঈদ ব্যতীত অন্যান্য সময় (টাকা)
লবণযুক্ত গরু/মহিষ		
লবণযুক্ত ছাগল/ভেড়া		
লবণছাড়া গরু/মহিষ		
লবণছাড়া ছাগল/ভেড়া		

২০। ঈদুল আজহার সময় কাঁচা চামড়ার মূল্য কমার পেছনে কী কী কারণ দায়ী বলে আপনি মনে করেন?
i.
ii.
iii.

২১। সাধারণত পশু জবাইয়ের কত ঘণ্টার মধ্যে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করে থাকেন? ______________ ঘণ্টা

২২। লবণ ছাড়া চামড়া ক্রয়ের ক্ষেত্রে পশু জবাই করার কত ঘণ্টার মধ্যে লবণ প্রয়োগ করে থাকেন? ____________ ঘণ্টা

২৩। কাঁচা চামড়া সংগ্রহের কত দিনের মধ্যে সেগুলো বিক্রয় করে থাকেন? ________________________ দিন

২৪। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় লবণের সরবরাহ পর্যাপ্ত কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে, কারণগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

২৫। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য স্থানীয়ভাবে কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
i.
ii.
iii.

‘না’ হলে কেন প্রয়োজন নয়?

২৬। আপনি কার কাছে কাঁচা চামড়া বিক্রয় করেন? ____________________

২৭। প্রতিটি কাঁচা চামড়ার গড় বিক্রয়মূল্য কত?

চামড়ার ধরন	ঈদুল আজহা কালীন (টাকা)	ঈদ ব্যতীত অন্যান্য সময় (টাকা)
লবণযুক্ত গরু/মহিষ		
লবণযুক্ত ছাগল/ভেড়া		
লবণছাড়া গরু/মহিষ		
লবণছাড়া ছাগল/ভেড়া		

২৮। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
‘হ্যাঁ’ হলে কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন? ____________________

২৯। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণে আপনার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের কোনো প্রশিক্ষণ রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
‘হ্যাঁ’ হলে শ্রমিকরা কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে? ____________________

৩০। সংগৃহীত চামড়ায় লেগে থাকা রক্ত/মাংস/গোবর/চর্বি প্রভৃতি সঠিকভাবে পরিষ্কার করে লবণ প্রয়োগ করা হয় কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৩১। লবণ প্রয়োগ ছাড়া কত শতাংশ চামড়া বিক্রয় করে থাকেন? ____________%

৩২। প্রতি বর্গফুট চামড়ায় কী পরিমাণ লবণ প্রয়োগ করা হয়?

৩৩। লবণযুক্ত চামড়ার কত শতাংশ অবিক্রিত থাকে/বিনষ্ট হয়?____________%

৩৪। মাসিক গড়ে কত টাকার কাঁচা-চামড়া কেনা-বেচা করা হয়?
☐ ঈদুল আজহার পরবর্তী ৩ মাস __________ টাকা; ☐ ঈদুল আজহা ব্যতীত অন্যান্য সময় __________ টাকা

৩৫। আপনি ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
i) ‘হ্যাঁ’ হলে এ ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা হয় কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
‘হ্যাঁ’ হলে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়?

i.
ii.
iii.

৩৬। কাঁচা চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
‘হ্যাঁ’ হলে সমস্যাগুলো কী কী?

i.
ii.
iii.

৩৭। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
‘হ্যাঁ’ হলে সমস্যাগুলো কী কী?

i.
ii.
iii.

৩৮। কাঁচা চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
‘হ্যাঁ’ হলে সমস্যাগুলো কী কী?

i.
ii.
iii.

লেদার ম্যানুফ্যাকচারার্স

৩৯। উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন:
☐ কাঁচা চামড়া ______________ % ☐ ওয়েট ব্লু ________________ % ☐ ক্রাস্ট _________________ %

৪০। আপনার কারখানায় কোন পর্যায় পর্যন্ত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হয়?
☐ ওয়েট ব্লু ☐ ক্রাস্ট ☐ ফিনিশড চামড়া ☐ সবগুলো

৪১। বিভিন্ন ধরনের ক্রয়কৃত চামড়ার বার্ষিক পরিমাণ ও ক্রয়মূল্য কত?

ধরন	☐ কাঁচা চামড়া (সংখ্যা)	☐ ওয়েট ব্লু (বর্গফুট)	☐ ক্রাস্ট (বর্গফুট)
পরিমাণ			
মূল্য			

৪২। বিভিন্ন ধরনের উৎপাদিত চামড়ার বার্ষিক পরিমাণ ও বিক্রয়মূল্য কত?

ধরন	☐ ওয়েট ব্লু	☐ ক্রাস্ট	☐ ফিনিশড লেদার
পরিমাণ (বর্গফুট)			
মূল্য (টাকা)			

৪৩। উৎপাদিত চামড়া বিদেশে রপ্তানি করা হয় কি? ☐ না ☐ হ্যাঁ।

'হ্যাঁ' হলে—
i. কোন কোন দেশে চামড়া রপ্তানি করা হয়?
ii. কোন ধরণের চামড়া রপ্তানি করা হয়? ☐ ওয়েট ব্লু ☐ ক্রাস্ট ☐ ফিনিশড লেদার
iii. বার্ষিক রপ্তানিকৃত চামড়ার পরিমাণ:

ধরন	☐ ওয়েট ব্লু	☐ ক্রাস্ট	☐ ফিনিশড লেদার
পরিমাণ (পিস)			
মূল্য			

৪৪। আপনার প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎস কী?
☐ স্থানীয় বাজার হতে স্থানীয় কাঁচামাল ☐ সরাসরি আমদানি ☐ আমদানিকারক হতে ক্রয়
i. সরাসরি আমদানি করা হলে কোন দেশ থেকে আমদানি করা হয়? ________________________________
ii. আপনার প্রতিষ্ঠানে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য কাঁচা চামড়া/ওয়েট ব্লু/ক্রাস্ট লেদার আমদানি করা হয় কি? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'হ্যাঁ' হলে
☐ কাঁচা চামড়া____________________বর্গফুট; প্রতি বর্গফুটের মূল্য ____________টাকা
☐ ওয়েট ব্লু ______________________ বর্গফুট; প্রতি বর্গফুটের মূল্য ____________টাকা
☐ ক্রাস্ট ________________________ বর্গফুট; প্রতি বর্গফুটের মূল্য ____________টাকা

iii. কাঁচামাল আমদানির বার্ষিক ব্যয় কত?____________________________ টাকা
iv. কাঁচামাল আমদানিতে কত সময় প্রয়োজন হয়?____________দিন

৪৫। বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৪৬। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত? ____________

৪৭। চামড়া সংরক্ষণে কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
'হ্যাঁ' হলে সমস্যাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

৪৮। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের জন্য সেন্ট্রাল কোল্ড স্টোরেজ-এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না?
☐ হ্যাঁ। 'হ্যাঁ' হলে কেন প্রয়োজন?
☐ না। 'না' হলে কেন প্রয়োজন নয়?

৪৯। বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে কেন নিচ্ছেন না? ____

৫০। কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
না হলে না পাওয়ার কারণ কী? ____

৫১। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
'হ্যাঁ' হলে কোন স্কিমের আওতায়? ____
'না' হলে কেন পান নি? ____

৫২। কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৫৩। রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত মনে করেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
না হলে কত হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

৫৪। প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না?
☐ হ্যাঁ। প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম বলুন

স্থানীয়	
আন্তর্জাতিক	

☐ না । প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা আনয়নে করণীয় কী বলে আপনি মনে করেন?

৫৫। বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি না?

☐ হ্যাঁ। কোন কোন মেলায়?
☐ না। কেন করেন না?

৫৬। দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না?
☐ হ্যাঁ। কারণ:
☐ না। কারণ:

৫৭। চামড়া সংগ্রহ করতে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে বাঁধাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

৫৮। প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে সমস্যাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

৫৯। চামড়া পরিবহণে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে সমস্যাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

৬০। কাঁচামাল আমদানিতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে সমস্যাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

চামড়া রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে সমস্যা গুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

আপনার প্রতিষ্ঠানে উৎপন্ন কঠিন বর্জ্য হতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করা হয় কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
i. 'হ্যাঁ' হলে কী ধরনের বাইপ্রোডাক্ট তৈরি করেন? ____________________
ii. 'না' হলে কেন করেন না?
____________________এবং
ভবিষ্যতে বাইপ্রোডাক্ট তৈরির কোনো পরিকল্পনা আছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ

লেদার গুডস ও ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স

৬১। কারখানায় ব্যবহৃত চামড়া ক্রয় করা হয় কোথা থেকে?
☐ দেশীয় বাজার ____________________ শতাংশ ☐ আমদানি ____________________ শতাংশ

৬২। চামড়া ব্যতীত অন্যান্য কাঁচামাল সংগ্রহ করা হয় কোথা থেকে?
☐ দেশীয় বাজার ____________________ শতাংশ ☐ আমদানি ____________________ শতাংশ

৬৩। প্রতি বর্গফুট ফিনিশড লেদারের ক্রয়মূল্য কত?

☐ দেশীয় বাজার		☐ আমদানি
কমপ্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠান	নন-কমপ্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠান	
(টাকা)	(টাকা)	(টাকা)

৬৪। প্রধান প্রধান আমদানিকৃত কাঁচামাল কোনগুলো (সর্বোচ্চ ৫টি)?

৬৫। কাঁচামাল আমদানিতে বার্ষিক ব্যয় কত?

৬৬। বার্ষিক গড় উৎপাদন:

পণ্য (আইটেম)	**জুতা (জোড়া)**	**ব্যাগ**	**বেল্ট**	**ওয়ালেট**	**জ্যাকেট**	**লেডিস পার্স**	**অন্যান্য**
সংখ্যা							i. ii. iii.
বিক্রয়মূল্য							i. ii. iii.

৬৭। পণ্যের বাজার কোথায়? ☐ স্থানীয় ____________________ % ☐ রপ্তানি ____________________ %

<u>পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে—</u>

i) কোন কোন দেশে রপ্তানি করা হয়? ________________________________

ii) বার্ষিক রপ্তানি আয় কত টাকা? ____________________

iii) প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ

→ ☐ 'হ্যাঁ' হলে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম বলুন:

দেশি	
বিদেশি	

→ 'না' হলে প্রসিদ্ধ ব্র্যান্ডের ক্রেতা না পাওয়ার কী? ________________________________

iv) রপ্তানি পণ্য জাহাজে তোলার সময়সীমা পর্যাপ্ত মনে করেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে কত হওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

v) পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোন সমস্যা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
হ্যাঁ হলে সমস্যাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

৬৮। বন্ডেড ওয়্যারহাউস রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে বন্ডেড ওয়্যারহাউসের প্রয়োজন রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৬৯। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিক রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা কত? ____________

৭০। বাংলাদেশ ব্যাংকের রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (EDF) ক্রেডিট সুবিধা নিচ্ছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে কেন নিচ্ছেন না?

৭১। কমপ্লায়েন্সের জন্য কম সুদে ঋণ সুবিধা পেয়েছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
'না' হলে না পাওয়ার কারণ কী?

৭২। সরকার ঘোষিত প্রণোদনা ঋণ পেয়েছেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
'হ্যাঁ' হলে কোন স্কিমের আওতায়? ____
'না' হলে কেন পান নি? ____

৭৩। কাঁচামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করতে পারেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৭৪। নতুন পণ্যের ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট করেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
৭৫। বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণ করেন কি না?
☐ হ্যাঁ। কোন কোন মেলায়?
☐ না। কেন করেন না?
৭৬। দেশি-বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কি না?
☐ হ্যাঁ। কেন প্রয়োজন?
☐ না। কেন নয়?
৭৭। লেদার গুডস ও ফুটওয়্যারের জন্য বিশেষ শিল্পপার্ক/শিল্পনগরী করা প্রয়োজন মনে করেন কি না?
☐ হ্যাঁ। কেন প্রয়োজন?
☐ না। কেন নয়?
৭৮। কাঁচামাল আমদানি বা সংগ্রহ করতে কোন বাধা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে বাধাসমূহ কী কী?
i.
ii.
iii.
৭৯। পণ্য উৎপাদনে কোন সমস্যা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে সমস্যাগুলো কী কী?
i.
ii.
iii.
৮০। পণ্য বাজারজাতকরণে কোন বাধা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
'হ্যাঁ' হলে বাধাসমূহ কী কী?
i.
ii.

iii.

৮১। পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে কোন বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
‘হ্যাঁ’ হলে বাধাসমূহ কী কী?
i.
ii.
iii.

৮২। আপনার প্রতিষ্ঠানের কমপ্লায়েন্স অর্জনে কোন প্রতিকূলতা রয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ।
‘হ্যাঁ’ হলে প্রতিকূলতা গুলো কী কী?
i.
ii.
iii.

(গ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

৮৩। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয় কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
→ ‘না’ হলে কেন সরবরাহ করা হয় না?

→ ‘হ্যাঁ’ হলে শ্রমিকরা নিয়মিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
→ ‘না’ হলে কেন করেনা?

৮৪। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
→ ‘না’ হলে কেন প্রদান করা হয় না?

৮৫। তাৎক্ষণিক চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড সুবিধা রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
→ ‘না’ হলে কেন নেই?

৮৬। শ্রম আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে আপনার ধারণা রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
↳ ‘হ্যাঁ’ হলে
i. শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
ii. শ্রমিক নিয়োগ, ছাঁটাই, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিয়োগ বিধিমালা ও চাকুরীর শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসৃত হয় কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
iii. শ্রমিকদের জন্য খাবার সরবরাহ বা ক্যান্টিন ব্যবস্থা রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
iv. শ্রমিক সংশ্লিষ্ট কী কী রেজিস্টার মেইন্টেইন করা হয়? ☐ না ☐ হ্যাঁ। ‘হ্যাঁ’ হলে কী কী রেজিস্টার?
☐ প্রবেশ ☐ বহির্গমন ☐ হাজিরা ☐ ছুটি ☐ বেতন ☐ মজুরি
v. নারী শ্রমিকদের নিম্নরূপ সুবিধা প্রদান করা হয় কি না?
☐ হয় না ☐ মাতৃত্বকালীন ছুটি ☐ ব্রেস্ট ফিডিং জোন ☐ সমান বেতনভাতা ☐ পৃথক শৌচাগার সুবিধা
vi. শ্রমিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কোন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়?
☐ হয় না ☐ অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ☐ দুর্যোগকালীন জরুরি নির্গমন ব্যবস্থা ☐ পিপিই সরবরাহ
☐ হ্যাজার্ডাস কেমিক্যাল ও হেভি মেটাল ব্যবহারে নিরাপত্তা বিধি অনুসরণ ☐ ইন্স্যুরেন্স সুবিধা
☐ দুর্ঘটনা বা অসুস্থ হলে আর্থিক সুবিধা প্রদান

(ঘ) চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে মতামত

৮৭। চামড়া শিল্পে ব্যবসা সম্প্রসারণ ও সাফল্যের জন্য নিচের কোন কোন বিষয়াবলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন?

বিষয় / গুরুত্ব	কম	মোটামুটি	অধিক
বিনিয়োগ/অর্থায়ন			
সরবরাহ ব্যবস্থা			
ব্র্যান্ডিং/মার্কেটিং			
কমপ্লায়েন্স			
উৎপাদনশীলতা			
আইন/বিধি প্রতিপালন			

৮৮। কাঁচা চামড়া সরবরাহ শৃঙ্খলের কোন কোন ধাপে উন্নতির সুযোগ রয়েছে বলে আপনার মনে হয়?

৮৯। চামড়া শিল্পের উন্নয়নে কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন প্রয়োজন মনে করেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

‘হ্যাঁ’ হলে চামড়া শিল্পের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে আপনার মতামত-
i.
ii.
iii.
iv.
v.

৯০। চামড়া শিল্পের উন্নতিকল্পে আপনার মতামত-

i.
ii.
iii.
iv.
v.

(ঙ) সরকারি নীতি নির্ধারণে সহায়তা

৯১। কাঁচা চামড়ার ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারের মূল্য নির্ধারণ আপনি যথাযথ বলে মনে করেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
└→ 'না' হলে কত হওয়া উচিত বলে মনে করেন?

৯২। কাঁচা চামড়ার সঠিক মূল্য প্রাপ্তিতে সরকার কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে বলে মনে করেন?

i.
ii.
iii

৯৩। ট্রেড লাইসেন্সসহ অন্যান্য লাইসেন্স প্রাপ্তিতে সরকারি নীতিসমূহ প্রতিপালনে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
└→ 'হ্যাঁ' হলে কী ধরনের সহজীকরণ প্রত্যাশা করেন?

i.
ii.
iii

৯৪। চামড়া শিল্প উন্নয়ন নীতিমালা-২০১৯ সম্পর্কে আপনার ধারণা রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
└→ 'হ্যাঁ' হলে এই নীতিমালা সমৃদ্ধকরণে কী কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

i.
ii.
iii.

৯৫। সরকারি চামড়া শিল্প খাতে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাসমূহ পর্যাপ্ত কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না।
└→ 'না' হলে কী ধরনের সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে বলে মনে করেন?

i.
ii.
iii

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম:

স্বাক্ষর:

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

www.bscic.gov.bd